

Visit [www.peacestudionet.blogspot.com](http://www.peacestudionet.blogspot.com)  
for more authentic Islamic Bangla Pdf Books

## Contents

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে  
বেরেলিদের অগপ্রচারের জবাব



লেখক : ডাঃ রফায়েল

প্রকাশক : **Ahmad Salafee**

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৩

লেখক দ্বারা সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণে : এস. এফ. প্রিন্টার্স  
বড়ুয়া মার্কেট কমপ্লেক্স  
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ  
মোবাইল : ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭  
৯৭৩৫৭৭১৬৮৪

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য ,সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সলল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর .

ভাই ড: রব্বানী লিখিত "কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে  
বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব " বইটি একটি বিশেষ ঘটনার  
অপপ্রচারের জবাব হিসাবে লিখা হয়েছে .

২০১৩ সাল ১৯শে মে রবিবার বাদ মাগরিব পর পচিমবঙ্গের বীরভূম জেলার  
নলহাটি থানার বসন্ত গ্রামে একটি দ্বীনি সভার আয়োজন করা হয় আর এই  
সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ড: রব্বানী ভাই . তিনি তাঁর বক্তব্যে তথাকথিত  
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্ফিদা ও ভ্রান্তি গুলি তুলে ধরেন এবং কুরআন  
ও সুন্নাহর দলিল দিয়ে সেগুলি ভ্রান্ত বলে প্রমান করেন. ফালিল্লাহিল হামদ .

এরপর তথাকথিত মুফতি সাবির আলী মিসবাহী বক্তব্য দিতে শুরু করে ভাই ড:  
রব্বানীকে "কাফির " ও যারা কিয়াম করেনা তারা সবাই কাফির বলে ফতুয়া  
দেই .তাচাড়া রাসুল(স:) গাইব জানতেন ও হাজির নাজির বলে গলাবাজি  
করেন.

উক্ত ঘটনার পর তারা মুনাজারার জন্য বলে ফলে ড: রব্বানী সম্মতি দেন . কিন্তু  
প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ায় তা অনুষ্ঠিত হয়নি . ফলে তারা বিভিন্ন প্রকারের  
কুত্সা রটাতে থাকে . এরই জবাবে এই বইটি লিখিত হয়েছে .আল্লাহ যেন  
লেখককে জাজাই খাইর দান করেন . আমীন

বিনীত আহমাদ সালাফী(M.A (Eng) B.Ed)

## সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	৫
২.	কেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াস	১০
৩.	দরুদ ও সালাম প্রসঙ্গ	১৫
৪.	রাসুল (স:) এর দরুদ পাঠ না করার পরিনতি	১৬
৫.	দরুদ পাঠের ফযীলত	১৮
৬.	হাদিস দ্বারা প্রমানিত মাসনুন দরুদ সমূহ	২৫
৭.	রাসুল(স:) এর প্রতি সালাম প্রেরণের মাসনুন পদ্ধতি	২৭
৮.	কিয়াম নামক সালাম প্রেরণের নতুন পদ্ধতি	৩৩
৯.	আকাবারে বেরেলিদের কিয়াম সংক্রান্ত দলিল ও তার জবাব	৩৫
১০.	সংশয় নিরসন	৪২
১১.	হাযির ও নাযির প্রসঙ্গ	৪৪
১২ .	আল্লাহর রাসুল(স:) কি নুরের তৈরী ???	৪৭

# Contents

১৩.	রাসুল (স:) কি মানুষ ছিলেন ?????????	৫০
১৪.	সংশয় নিরসন	৫২
১৫.	ইলমে গাইব প্রসঙ্গ	৫৭
১৬.	স্বভাগত গাইব আল্লাহর গুণ বা সিফাত	৫৮
১৭.	গাইব সম্পর্কে রাসুলের (স:) অপারগতা	৬০
১৮.	সংশয় নিরসন	৬৫
১৯.	প্রমাণ পুঞ্জি	৭০

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে আমরা সমস্ত অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি। তারপর লাখো—কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর যিনি আমাদের মুক্তির দূত, ইমামুল মুরসালিন, রাহমাতুলিল আলামীন (আল্লাহুস্মা সল্লি আলাই, আল্লাহুস্মা বারিক আলাই)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমন ভয় কর। আর মুসলিম না হয়ে মরিও না (সূরা আলে ইমরাণ ৩ : ১০২)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থ : হে মানব সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি নাফস থেকে। আর তা থেকে

সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হক্ক) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার ব্যাপারে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন (সূরা নিসা ৪ : ১)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ☆ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে (সূরা আহযাব ৩৩ : ৭০-৭১)।

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

অর্থ : নিশ্চয় সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সঃ) এর পথ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিস করা আর (ধর্মের নামে) প্রত্যেক নতুন জিনিসই বিদ্‌আত। আর প্রত্যেক বিদ্‌আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম (সুন্নাহ নাসাঈ হাঃ / ১৫৭৭)।

আম্মাবাদ :—

মুসলিম জাতি বর্তমানে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। কারণ তারা

দল—উপদল, ফিরকাবন্দি, মনগড়া ত্বরিকা সহ ইসলামী সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিরক—বিদ্‌আতের সয়লাবে তারা হারিয়ে ফেলেছে ইসলামী তাহজীব—তামাদ্দুন। অন্য জাতির সংস্কৃতিকে তারা আপনিয়েছে। শুরু করেছে ব্যক্তি পূজা। হিন্দুরা যেমন শিক্ষা ছাড়াও দিক্ষা নিতে যায় সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে, তেমন মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই পীর—দরবেশের কাছে দিক্ষা নিয়ে তাদের দেওয়া পদ্ধতিতে ইবাদত শুরু করেছে। মিল নেই এক পীরের ত্বরিকার সাথে অন্য পীরের ত্বরিকার। কেউ আবার “মারিফাত” এর নামে স্বলাত—সিয়ামের মতো ইবাদত থেকে বঞ্চিত রাখছে। অথচ নাবীর (সঃ) শেষ অসিওত ছিল স্বলাত, স্বলাত। আর বেশির ভাগ মানুষ অর্থ, নারী, সিনেমা ও দুর্নীতি গ্রস্ত রাজনীতিতে মেতে আছে। তারা ভুলে গেছে মৃত্যুর কথা, ভুলে গেছে আখেরাতের কথা, এখন তারা উদাসীন। তারা বলে আমরা মুসলমান, আমরা ধর্ম করি, হ্যাঁ তারা ধর্ম করে। কারণ তাদের গলায় তাবিজ, হাতে মাজারের দড়ি, গাড়িতে মাজারের ত্যানা বাঁধা। তারা দান করে অর্থ ও কাপড়, যারা বস্ত্রহীন, অন্নহীন তাদেরকে নয় বরং যারা মারা গেছে বড় বড় পাকা কবর নির্মিত হয়েছে তাদেরকে। তারা পরস্পরে সবসময় সালাম বিনিময় করে না তবে হ্যাঁ রাস্তায় চলতে চলতে মাজার চোখে পড়লেই মুখে কপালে হাত চুমে সালাম করে। তারা পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতে মাসজিদে গিয়ে আল্লাহকে সিজদা করতে ভুলে যায় ঠিকই কিন্তু অনেকেই মাজারে সিজদা করতে ভুলে না। যাকাত—উসুর দিতে তারা ভুলে যায় কিন্তু সুখ-দুঃখে বাবাদের মাজারে সিরনি দিতে ভুলে না। সত্য কথা বলতে কি এই লোকগুলি নিজের যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখে না এবং অজ্ঞ হয়েও যোগ্য ব্যক্তিদের ভুল ধরতে যায়। কারণ তাঁদের প্রামাণ্য বক্তব্য ঐ লোকগুলির বাপ দাদার কাল থেকে করে আসা আমলের বিরুদ্ধে যায়। এমনকি তাদের মান্যবর হুজুরদের বিরুদ্ধে যায়। তাই সত্য বুঝার ইচ্ছাটুকুও করে না। তার কারণ আসলে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস চর্চা ভুলে গেছি, দুঃখের বিষয় লাইব্রেরী নেই মুসলিম গ্রামগুলিতে। ঈমান চোররা অর্থের লোভে অজ্ঞতার প্রশয় নিয়ে মুসলিমদের ঈমান

নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কিছু মুফতি নামের দালালদের ধোকায় পড়ে মুসলিম সমাজ কুরআন ও হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে আর বলছে এসব করছি কারণ মুফতিরা ফতুয়া দিয়েছে এগুলি বিদ্‌আতে হাসানা। আর ঐ গুলি কুরআন হাদীসে থাকা সত্ত্বেও করি না কারণ মুফতিরা বলেছে আমাদের মাযহাবে নেই। আল্লাহর বাণী —

اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

অর্থঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পণ্ডিত আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে (সূরা তাওবা ৯ : ৩১)। এ আয়াত শুনে আদি ইবনে হাতিম রসূল (সঃ) কে বলেছিলেন আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। উত্তরে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, তোমরা কি তোমাদের পণ্ডিত ও দরবেশদের হালাল করা বস্তুকে হালাল আর হারাম করা বস্তুকে হারাম মনে করো না? সে বলল, হ্যাঁ। এটায় তো তাদের কে রব মানা (ইবনে কাসীর)।

বর্তমানে এই করুন অবস্থা মুসলিম সমাজের। কেননা ধর্মের নামে লম্বা পাঞ্জাবি, সুন্দর টুপি ও বরং বেরঙের পাগড়ি পড়ে এক শ্রেণির আলিম সাওয়াবের কাজ বলে বহু শিরক বিদ্‌আত করাচ্ছে। আর সাধারণ মানুষ ধোকায় পড়ছে তাদের বাহ্যিক রূপ দেখে, ভাবছে মৌলবি, মুফতি, পীর ও দরবেশরা কি মিথ্যা বলতে পারে? সত্যিই শয়তান success তার কৌশলে। কারণ সে জানে ধর্মের লেবাস না পড়লে মানুষ ধোকায় পড়বে না। তাই ধর্মের নামে বহু ভ্রান্ত আকিদা মুসলিমদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যেমন আল্লাহ সর্বত্র বিদ্যমান, আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুরআন — হাদীসে প্রমাণিত হলেও তা কুদরাতি, তিনি নিরাকার, নাবী (সঃ) নূরের তৈরি, তার নূর থেকে সারাজাহান তৈরী, নাবীও ওয়ালিরা গাঈব জানেন, তাঁরা হাজির নাযির, ওলিরা আত্মার জগতে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে পারে। তারা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, প্রয়োজন মিটাতে পারে, সারা দুনিয়া তাদের হাতে সরিষার দানার মত, মরার পর রুহরা বাড়িতে

আসে তাই চাহারুম, কুলখানি, চাল্লিসা ও বছর কি। মাযারে বাৎসরিক উরুয ও মান্নাৎ। বায়াত ও মুরিদি প্রথা, কিয়াম, মরার পর আযান, আযান ও স্বলাতে মাঝে মাইকে চোঁচানো। স্বলাতের সুন্নাতি পদ্ধতি বাদ দিয়ে মাসলাকি নিয়মে স্বলাত আদায়। মুহাররুমের নামে মাতম ও খিচুড়ি, শবে বরাতের নামে আলোক সজ্জা, পটকাবাজি ও হালুয়া বুটি। এসব জিনিসকে ইসলাম বলে চালানো হচ্ছে অথচ এর সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দূরতম সম্পর্ক নেই। এই বই এ মাত্র চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। পরবর্তীতে উপরোক্ত সকল বিষয়ের উপর কলম ধরব ইনশাআল্লাহ। পাঠকদের কাছে অনুরোধ তারা যেন বইটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মনযোগ দিয়ে পাঠ করে এবং সত্য উপলব্ধি করে, আল্লাহর (সুবহাঃ) সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নাবীর (সঃ) আনিত ত্বরিকা পালন করে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং দীনুল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আমীন

ডাঃ রব্বানী

## কেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াস

রবিবার (১৯/০৫/২০১৩) বিকেল ৫ ঘটিকায় আমরা বসন্ত নামক গ্রামে যায়। গ্রামটি নলহাটি সংলগ্ন। গ্রামটিতে দশ—বারোটি ছেলে বেরেলি আক্ৰিদাহকে বিসর্জন দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে। ফলস্বরূপ গ্রামের মানুষ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে বিষ বাষ্প ছড়াতে থাকে। এমনকি তাদেরকে কাফীর বলেও ফতুয়া দিয়েছে। অপর দিকে পীস টি.ভি. আসার পর বাতিল আলেমদের রহস্য প্রায় ফাঁস, তাই পেট পূজারী সম্প্রদায় পীস টি.ভি.—র উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাতেও তারা খুব একটা লাভবান হয়নি বরং পীস টি.ভি. সত্যানুসন্ধানী মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এভাবেই বাতিলদের রবরবানী অনেকটা নিষ্প্রভ হতে চলেছে। এর মধ্যেই কোথাও জালসা, কোথাও কনফারেন্স, কোথাও মিলাদ হয়েই চলেছে।

একই ভাবে ১১/০৫/২০১৩ (শনিবার) আমাদেরকে নলহাটি থানার অন্তর্গত মহুল্লা গ্রামে দাওয়াত দেওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার পর দেখি ১০—১২ জন ব্যক্তি মিলে সভা করছে, গ্রামের বেশির ভাগ লোক সভা না হোক এটাই চায়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ডিহার বাসিন্দা, মুহুল্লা জামে মসজিদের ইমাম, সে বেরেলি মাদ্রাসায় পড়া, তাই আমাদেরকে দেখে তার গায়ে রাগের আগুন জ্বলছে। জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গ্রামের প্রায় ১৫০—২০০ মানুষকে উত্তেজিত করে, ফলে তারা আমাদেরকে মারার জন্য উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহ রক্ষাকারী। আমি যখন তাদের সাথে আলোচনা করলাম এবং গ্রামবাসিদের বক্তব্য শোনার জন্য বললাম, তারা বক্তব্য শুনল এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রভাব পড়ল। এ খবর যখনই বেরেলি মুফতিদের কানে পৌঁছাল তখন তারা চক্রান্ত করে যে, রব্বানী যেখানে বক্তব্য দিবে সেখানে তার মুখ বন্দ করতে হবে, প্রয়োজনে বিকল্প



ব্যবস্থাও নিতে হবে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তারা গাড়িরঘাট মাদ্রাসায় মিটিং করে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যখন তারা শুনল যে, বসন্ত গ্রামে ১৯/০৫/২০১৩ রবিবার জালসা আছে, তখন তারা পূর্ব চক্রান্ত অনুযায়ী প্রায় ৩০-৪০ জন মৌলভীসহ বিনা দাওয়াতে ঝামেলা করার উদ্দেশ্যে আসে এছাড়াও গ্রামের কিছু বিকৃত ব্রেনের লোক সহ তাদের ইমাম সভায় আসে। রব্বানী কই, রব্বানী কই বলে। জালসা কমিটি তাদেরকে বসতে বললে তারা প্রথমত বসে এবং বেলায় পাড়ার মুফতি সাবির রেজবি বলে আমি রব্বানীর পর বক্তব্য দিব অথচ সে আমন্ত্রিত ছিল না। তাতেও সভাপতি জয়নাল আবেদীন ও আব্বাস সাহেব সম্মতি প্রকাশ করেন। সভাপতির ভাষণের পর বসন্ত গ্রামের ইমাম বক্তব্য দিতে উঠে প্রথমেই কিয়াম করে এবং আব্দুল ক্বাদীর জেলানি তোমার নামের গুণে আগুন হয়ে যায় পানি বলে গজল আবৃত করে এবং বলে যারা কিয়াম করে না তারা গুসতাখে রাসূল, ওয়াজেবুল কাতিল, ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে যায়। তারপর আমি বক্তব্য দিতে উঠি এবং বলি যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তাজিমের উদ্দেশ্যে কিয়াম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) গাঙ্গিব জানতেন না। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যা বলতেন তা ছিল ওয়াহী এমন কি তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাযির নাবীর ও নন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে রিফারেন্স সহ প্রমাণ পেশ করি। তারপর আমি বলি, আমি যা বলেছি তা প্রমাণ করার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত তবে শর্ত হচ্ছে—আলোচনা হবে কেবল — (১) কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে, (২) হাদীস সহীহ কিনা তা যাঁচায় করার জন্য আসমাউর রেজাল ও উসুলি হাদীস ব্যবহার করা হবে। (৩) কোন ব্যক্তি মত গৃহীত হবে না। (৪) যঈফ বা মাওযু হাদীস কোন অবস্থায় গৃহীত হবে না। (৫) আলোচনায় লিখিত প্রমাণ পেশ করতে হবে। (৬) উভয় প্রমাণাদি বই আকারে ছাপা হবে, (৭) পুরো আলোচনা ভি.ডি.ও. ক্যামেরা করা এবং (৮) প্রশাসন থাকা আবশ্যিক।

তারপর আমাকে প্রশ্ন করা হয়, উত্তর দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি।

তারপর বেলায়পাড়ার মুফতি সাবির মিসবাহী রিজবি বক্তব্য দিতে উঠেই বলে রব্বানী কাফির এবং রব্বানী যা বলেছে তা সবই কুফরি কালাম (নাযুযুবিল্লাহ)। প্রিয় পাঠক! প্রামাণ্য দলীলাদি আপনারা পাঠ করুন আর বলুন কুরআন ও সহীহ হাদীস যদি কুফরি কালাম হয় তাহলে তারা কি মুসলিম? আর না হয় লিখত ভাবে প্রমাণ পেশ করুক, কোনগুলি কুফরী কালাম নচেৎ তাওবা করুক।

আমরা রব্বানীর সাথে মুনাযার করতে রাজি, প্রমাণ না করতে পারলে বসন্ত গ্রাম থেকে জুতার মালা গলায় পড়তে রাজি আছি অথচ বক্তব্যে কোন প্রকার কুরআন ও হাদীস পেশ করেনি বরং সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে গলা বাজি করে এবং গ্রামের লোকদের চরম উত্তেজিত করে। তারপর মুনাযারা করবো বলে একটা চুক্তিপত্র লেখা হয় এবং আমার দেওয়া কোন শর্ত তাতে উল্লেখ করা হয়নি বরং সহীহ হাদীস লেখার পর তারা সহীহ শব্দটি বাদ দিয়ে দেয়। কারণ সহীহ হাদীস উল্লেখ থাকলে তাদের আসল রূপ মানুষের কাছে ফুটে উঠবে, তারা যে শিয়া আক্কািদাহ পুষ্ট, আহমাদ রেজা বেরেলির অনুসারী, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোকদেরকে বিভিন্ন খারাপ নামে ডাকে। যেমন বলে ওহাবি, লামাযহাবী, গায়ের মুকাল্লিদ ইত্যাদি নামে। আর নিজেদেরকে বলে আমরা সুন্নি হানাফী। অথচ তাদের আক্কািদার সাথে আবু হানিফার আক্কািদার কোন মিল নাই বরং বিপরীত। এমন কি আব্দুল ক্বাদীর জিলানীর আক্কািদারও বিপরীত। ঝামেলা প্রবল হওয়ার কারণে শাইখ নাজিম আক্কাির উমরিকে বক্তব্য দিতে দেওয়া হয়নি।

মুনাযারার তারিখ হয় ১০/০৬/২০১৩। বিষয় : (১) রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তাজিমের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে কিয়াম করা যাবে কি না। (২) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) গাঙ্গিব জানতেন কি না? (৩) ঈমান ও আক্কািদাহ।



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ১৩

এরপর বসন্ত গ্রামের লোকেরা যখন থানায় যায় প্রশাসনের জন্য তখন থানা থেকে তাদেরকে দুটি প্রস্তাব দেওয়া হয় — (১) উভয় পক্ষের পাঁচজন করে আলোচক থাকবে, আলোচনা থানায় হবে কোন সাধারণ লোক থাকবে না, ভি.ডি.ও ক্যামেরা করে সিডি দিয়ে দিবো গ্রামে দেখাবো তাতে তারা রাজি হয় নি। (২) সামনে ভোট তাই বসন্তে মুনাযারা হবে না পুলিশ প্রশাসনও দেওয়া হবে না। আমরা যখন শুনলাম প্রশাসন থাকছে না তখন আমরা বললাম, আইন অমান্য করে আলোচনা করব না। কারণ মুনাযারা মানেই ঝামেলা হওয়া স্বাভাবিক। ঝামেলা হলেই আইন অমান্য করার শাস্তি পেতে হবে তাতে ক্ষতিই বেশি।

পরবর্তীতে তারা জালসা করার অর্ডার নিয়ে আসে আর প্রচার করে মুনাযারার প্রচার পত্রে আবার বিশাল কারচুপি করে — (ক) আহলে হাদীস বনাম বেরেলি না লিখে, সুন্নি বনাম ওয়াহাবি লিখে। অথচ আমি যখন পক্ষদ্বয়ের নাম লিখতে বলি তখন কেবল রব্বানীর দল বনাম সাবির মিসবাহীর দল লিখে। (খ) আমার ২টি ফোন নং দেওয়া হয়েছিল। তাতেও চক্রান্ত করে একটি নম্বর প্রচারপত্রে উল্লেখ করেনি এবং দ্বিতীয় নম্বরের মধ্যকার একটি নম্বর পাল্টিয়ে দেয়, ঐ নম্বরে ফোন করলে বলে নম্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। (গ) প্রচার পত্রের ভাষা ব্যবহার করা হয় খুবই কটাক্ষ, পক্ষপাতিত্ব ছাড়া তাতে আর কিছু প্রকাশ পায় নি এবং বলে আমি নাকি ফাঁকা ফিল্ডে গোল দিচ্ছিলাম। সত্যিই চোরের মায়ের বড় গলা প্রবাদটি এখানে খুবই প্রযোজ্য। (ঘ) আমি নাকি লোকদের বিভ্রান্ত করছিলাম বাতিল আক্ফিদার প্রচার করে অথচ তাদের প্রচার পত্রে একটি শিরকি কবিতা তারা উল্লেখ করেছিল যার অর্থ — দুই দুনিয়ার সমস্ত কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আর আল্লাহ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সন্তুষ্টি কামনা করে (নাউযুবিল্লাহ)। এছাড়াও তারা আমাকে ফোনে চরম ভাবে গালি দেয় এবং মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ১০ই জুন সোমবার তাদের মুফতিরা আসে এবং পূর্ব চক্রান্ত অনুযায়ী তারা আমাদেরকে কাফের ফতুয়া দেয় এবং প্রচার করে ওরা ভয়ে আসেনি, ওরা বাতিল। তাই জবাব

১৪ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

স্বরূপ এই বই। প্রিয় পাঠকঃ আপনাদের সকলের জানা যে, বাতিল কখনই সফল হয় না, সাময়িক ভাবে যদিও মাথা চাড়া দেয়, সত্যের জয় চিরকালই।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন —

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

অর্থঃ বল, সত্য এসেছে, মিথ্যা দূরভিত হয়েছে। মিথ্যা তো দূরভিত হওয়ারই (সূরা ইসরা ১৭ঃ ৮১)।

সত্য আল্লাহ (সুবঃ) প্রকাশ করবেই এতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন বর্ণিত হয়েছে —

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.

অর্থঃ আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবার দূর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এটাই সত্য (সূরা ফুসসিলাত ৪১ঃ ৫৩)।

অতএব যারা মু'মিন তারা অবশ্যই আল্লাহর (সুবঃ) পক্ষ থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করতে বাধ্য। সত্যের পথিকরা কখনই বাতিলের সাথে আপোষ করতে পারে না। যতই তাদের উপর অত্যাচারের ষ্টিম রুলার চালানো হোক। প্রতিটি যুগেই সংখ্যা গরিষ্ঠ বাতিলরা হকপন্থিদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে। আমরা জানি প্রতিটি নাবী—রসূল সত্যের পথিক ও শ্রেষ্ঠ ভালো মানুষ ছিলেন অথচ তাঁদের উপরও কতই না অত্যাচার করা হয়েছে। আমাদের নাবী (সঃ) কে তায়েফবাসীর মার, মাক্কা ছেড়ে মাদিনা হিজরত, ওহুদের যুদ্ধে দাঁত মুবারক শহীদ, বিষপান করান এমনকি তাঁর উপর যাদুও করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ খলিফাগণ (রাঃ) কে ষড়যন্ত্র মূলক হত্যা, হুসাইন (রাঃ) ও ইয়াযীদদের মধ্যে বিরোধের যের ধরে হুসাইন (রাঃ) এর করুন শাহাদাত বরন।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ১৫

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কে আব্বাসী শাসনামলে জেলে ভরে নানা নির্যাতন এমনকি অবশেষে বিষপান করিয়ে হত্যা।

ইমাম মালিক (রহঃ) কে ভুল ফৎওয়া দানে বাধ্য করতে না পেরে দৈহিক শাস্তি দিয়ে গাধার পিঠে উল্টো করে বসিয়ে শহরে ঘোরানো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে (রহঃ) সঠিক আক্কাদাহ্ থেকে সরাতে না পেরে জেলে রেখে নিমর্ম শাস্তি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহকে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের বক্তব্য রাখার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মৌলভীদের কুচক্রান্তের ফলে আটবার কারাবরণ।

শাইখ আহমেদ সারহিন্দ মুজাদ্দিদে আল ফেসানি (রহঃ) কে তাওহীদ ও সুন্নাহর উপর অটল থাকা ও শিরকের বিরুদ্ধে বলার কারণে কারাবুদ্ধ করন।

এভাবেই বাতিলপন্থিরা হকপন্থী আলেম, ইমাম, বক্তা ও সংখ্যালঘু সাধারণ মুসলিমদের উপর অত্যাচার করে থাকে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের কর্তব্য হল ধর্যধারণ করা এবং প্রচার করা হিদায়াতের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা।

## দরুদ ও সালাম প্রসঙ্গ

প্রথমে আমরা আলোচনা করতে চায়, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম) এর উপর দরুদ পাঠ ও সালাম প্রেরণ সম্পর্কে।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন —

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

১৬ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

অর্থ : আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁর মালায়িকা নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানাও (সূরা আহযাব ৩৩ঃ৫৬)।

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, নাবী (সঃ) এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করতে হবে। তাই আমরা নাবী (সঃ) এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করাকে ওয়াজিব মনে করি।

এখন প্রশ্ন হল — (১) শেষ নাবী (সঃ) এর উপর কোন্ দরুদ পাঠ করতে হবে এবং (২) সালাম পাঠের পদ্ধতি কি? আমাদের আলোচনা এ দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই।

প্রথমতঃ আমাদের জানতে হবে দরুদ পাঠের গুরুত্ব—উদ্দেশ্য ও ফযীলাত সম্পর্কে তারপর আসব প্রকৃত দরুদ কি এই আলোচনায়।

## রসূল (সঃ) এর উপর দরুদ পাঠ না করার পরিণতি

১। আলি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেন —

الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

অর্থ : যার সামনে আমার নাম আলোচিত হল অথচ দরুদ পাঠ করল না সে কৃপণ (সুনানি তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াতি আন রাসুলিল্লাহি (সঃ) হা/৩৫৪৬ হাদীস সহীহ)।

২। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ)

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. — বলেছেন —

অর্থ : ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় ধুসরিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে দরুদ পাঠ করে না (সুনানি তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াতি আন রাসুলিল্লাহ (সঃ) হা/৩৫৪৫ হাদিসটি হাসান সহীহ)।

৩। কাব ইবনে উজরাহ (রাঃ) বলেন —

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْضَرُوا الْمُنْبِرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمُنْبِرِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي فَقَالَ بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمْضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ : بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُوَيْهِ الْكَبِيرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمِينَ .

অর্থ : একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বার উপস্থিত করতে আদেশ করলেন আমরাও তা উপস্থিত করলাম। অতঃপর তিনি যখন প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করলেন তখন বললেন, আমীন! দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমীন! পরে তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করে বললেন, আমীন। অতঃপর খুতবা শেষ করে তিনি (সঃ) যখন মিম্বার থেকে নিচে নেমে এলেন, তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, আজ আমরা আপনার নিকট থেকে এমন কথা শুনলাম যা আগে শুনিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে ব্যক্তি রমায়ান মাস পেল অথচ স্বীয় পাপ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। আমি উত্তরে বললাম, আমীন। পরে যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলেন তখন তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আপনার উপর দরুদ পড়ল না। আমি উত্তরে

বললাম, আমীন। অতঃপর যখন তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করলাম তখন জিব্রাইল (আঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে ব্যক্তি নিজ মা-বাবাকে পেল অথবা কোন একজনকে বৃন্দাবস্থায় পেল কিন্তু তাঁদের খিদমত করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না। আমি বললাম আমীন (আল্ মু'জামুল কাবীর লিত্ তিবরানী হা/৩১৫, শু'আবুল ঈমান হা/১৪৭১ হাদীস সহীহ)। ৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ)

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى خَطِئِ طَرِيقِ الْجَنَّةِ .

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পাঠ করতে ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা হারিয়ে ফেলল (সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবু ইক্বা-মাতিস্ স্বলা-তি অস্ সুন্নাতু ফিহা, বাবস্ স্বলাতি আলান নাবীয় (সঃ) হা/৯০৮ হাদীস সহীহ)।

৫। আনাস (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন —

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

অর্থ : ততক্ষণ পর্যন্ত কোন দুআ কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত নাবী (সঃ) এর প্রতি দরুদ না পাঠ করা হয় (সিল্‌সিলাহ্ আহাদিসুস্ সহীহা হা/২০৩৫)।

## দরুদ পাঠের ফযীলাত

১। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন —

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَ رُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ .

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ১৯

তার উপর ১০টি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন (সুনানি নাসাঈ, কিতাবুস সাহবি, বাবুল ফায়লি ফিস স্বলাতি আলালান নাবীয়া (সঃ) হা/১২৯৭, হাদীস সহীহ)।

২। আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি নাবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন —

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ  
مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشَرًا ، ثُمَّ سَلُّوا  
اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ  
مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي  
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ .

অর্থঃ যখন মুআযযিনের আযান শুনবে তখন অনুরূপ বাক্যই বলবে অতঃপর নাবীর (সঃ) প্রতি দরুদ পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর বলেন, আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা কর, এটি একটি জান্নাতের (উচ্চ মর্যাদা) মনযিল, যা আল্লাহর একজন বান্দার জন্যই শোভা পাবে। আশা করি সে ব্যক্তি আমি, যে আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে যাবে (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস স্বলাহ, বাবুল কাওলি মিস্লা কাওলিল মুওয়াজ্জিনি লিমান সামিয়াহু ..... হা/১১)।

৩। আমের ইবনে রাবি'আহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন —

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَى إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى  
عَلَيْ ، فَلْيَقُلْ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيْكَثُرْ .

২০ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

অর্থঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাগণ তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকেন। অতএব যে চায় কম পড়ুক, আর যে চায় বেশি পড়ুক (সুনানি ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস স্বলাতি অস সুন্নাহু ফিহা, বাবুস স্বলাতি আলালান নাবীয়া (সঃ) হা/১০৭ হাদীস হাসান)।

উপরলিখিত হাদীসগুলি থেকে আমরা দরুদ পাঠ করার উপকার ও দরুদ পাঠ না করার ক্ষতি সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। অতএব আমার মনে হয় কোন মুসলিম দরুদ পাঠ থেকে কখনই নিজেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না।

তবে একটা কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাধারণ মুসলিমরা বেশির ভাগই জানেনা যে প্রকৃত দরুদগুলি কি? কারণ সিংহভাগ আলেম, মৌলভী, পীর ও দরবেশ পেট পূজারী। তারা সাধারণ মুসলিমদেরকে প্রকৃত দরুদ শিখায় না। কেবলমাত্র মিলাদে ও জালসাতে বাংলাদেশের পাবনা জেলার মেহেরুল্লাহ মুনসি রচিত “হার দাম জুবান সে নিকালো গাক নাবী মুহাম্মাদ” কবিতাকে দরুদ বলে প্রচার করে। সেই সাথে নিজেরাও আবৃত করে এবং জনগণকে আবৃত করাই।

অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীসে এ ধরনের উর্দু ফার্সী মিশ্রিত দরুদের কোন অস্তিত্ব নেই। বরং মাসনুন দরুদ হাদীসের গ্রন্থে ভর্তি থাকা সত্ত্বেও মানব রচিত কবিতাকে দরুদ বলা মানেই প্রকারান্তরে ইসলামে কমতি আছে, ইসলাম পূর্ণ দীন নয়, তাই নতুন সংযোজন করতে হয়েছে বলে স্বীকার করা। যার পরিণতি ভয়াবহ জাহান্নাম।

সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন —

مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

অর্থঃ আমি যা বলিনি যে তা আমার নাম করে বলবে সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিবে (সহাহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু ইসমে মান কাযাবা আলালান নাবীয়া (সঃ) হা/১০৯)।



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ২১

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, ইসলাম তো পরিপূর্ণ (৫ঃ৩)। আল্লাহ ও তার রসূল (সঃ) থেকে কোন অবস্থায় বেড়ে যাওয়া কোন মু'মিনের দ্বারা সম্ভব নয় (৪৯ঃ১)। অথচ কেন আমরা দরুদে তাজ, দরুদে লাকি, দরুদে আকবার, দরুদে তাজিনা ও দরুদে মুকাদ্দাসা পড়ব। এসকল জিনিস তো দ্বীন ইসলামে দরুদ নামের বিদ্‌আত, যা গুমরাহি পরিণাম জাহান্নাম। তখন উত্তরে বিদ্‌আতী মৌলভী ও মুফতিরা বলেন এগুলি বিদ্‌আতে হাসানা। এ সকল জিনিস ইসলামে জায়েয।

আসুন প্রথমে বিদ্‌আত বলতে কি বোঝায় তা জানি, তারপর বিদ্‌আতে হাসান পন্থিদের সার্জিক্যাল রিপোর্ট পেশ করব ইনশাআল্লাহ। কিতাবুল আক্বাইদ বই—এর ৫২৯ পৃষ্ঠায় বিদ্‌আত সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে—  
সুন্নাতের বিপরীতই হচ্ছে বিদ্‌আত। ইমাম রাগেব ‘বিদ্‌আত’ শব্দের অর্থ লিখেছেন : কোন রূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুসরণ না করেই কোন কাজ নতুন ভাবে সৃষ্টি করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্‌আত বলা হয় —

كُلُّ مَا أَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعِ

অর্থ : শরীয়াতে ভিত্তিহীন ভাবে নব আবিষ্কৃত সকল ইবাদতকেই বিদ্‌আত বলা হয়।

বিদ্‌আতের আরেকটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

البدعة شرعاً ضابصما ”التعبد لله بمالم يشرعه الله“ و ان شئت فقال : التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي ﷺ و

لا خلفاؤه الراشدون (الخ)

অর্থ : শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ্‌আতের অর্থ হল : এমন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা যা তিনি অনুমোদন করেন নাই। অথবা বলা যায়, এমন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা যার মাধ্যমে আল্লাহর

২২ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

রসূল (সঃ) ও তার খলিফায়ে রাশেদীনগণ করেন নাই। প্রথম সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে —

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.

অর্থ : কী! তাদের কি এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধি-বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি (সূরা শূরা ৪২ঃ২১)।

আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীস থেকে —

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاسِدِينَ  
تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَ إِيَّكُمْ وَ مُحَدَّثَاتِ  
الْأُمُورِ.

অর্থ : তোমাদের জন্য আবশ্যিক হলো আমার সুন্নাত (ত্বরিকা) ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত (ত্বরিকা) ধারণ করা। তোমরা উহাকে শক্তভাবে ধারণ এবং তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। খবরদার! ইবাদতের নামে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তৈরি করা সকল নব উদ্ভাবিত কাজ থেকে বিরত থেকো (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুন ফি লুযুমিস সুন্নাহ হা/৪৬০৭ হাদীস সহীহ)।

সুতরাং যে সকল ইবাদত আল্লাহ (সুবঃ) অনুমোদন করেন নি এবং যে সকল ইবাদত রাসূল (সঃ) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ইবাদত আকারে করেন নি সেগুলিই বিদ্‌আত। চাই তা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে হোক অথবা আল্লাহর বিধান ও শরীয়াতের ক্ষেত্রে হোক।

ইমাম শাতেবি বলেন —

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد

بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ২৩

অর্থঃ ইসলামের ভিতরে নব উদ্ভাবিত এমন সব ইবাদত যা শরীয়াতে স্বীকৃত ইবাদতের মতই সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। শারীয়াত প্রবর্তক যে কথা বলেন নি সে কথা বলা এবং তিনি যা করেন নি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদআত। এমন সব কাজ করা বিদআত, যার কোন পূর্বে দৃষ্টান্ত নেই। দ্বীনের মধ্যে রসূল (সঃ) ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আকিদাহ ও আমলের বাইরে নতুন আকিদাহ ও আমলের প্রচলন ঘটানোই বিদআত।

সূরা কাহাফের মধ্যেও ভিন্ন ভাষায় ‘বিদআত’ শব্দের এ অর্থের দিকেই আল্লাহ (সুবঃ) ইঙ্গিত করেছেন —

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)

অর্থঃ বল (হে নাবী)! আমি আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারা মনে করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে (সূরা কাহাফ ১৮ঃ ১০০–১০৪)।

এটাই বিদআত পন্থির মনে করে। তারা যে সব কাজ করে আসলে তা আল্লাহর দেওয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। বরং বাপ-দাদার কাল থেকে করে আসছে বলে করে (২ঃ১৭০, ৫ঃ১০৪, ৩১ঃ২১) নতুবা অমুক পীরের শিখানো বা অমুক মুফতি করতে বলেছে তাই করি, দলীল জানার প্রয়োজন বোধ করি না (৯ঃ৩১) তা সত্ত্বেও তারা তাকেই নেক আমল এবং বড় সাওয়াবের কাজ বলে মনে করে।

অথচ রসূল (সঃ) যা বলতেন তা ছিল ওয়াহী (সূরা নাজম ৫ঃ৩–৪) এবং যা করতেন তাও ওয়াহী (সূরা আহকাফ ৪৬ঃ৯, ৬ঃ৫০, ১১ঃ৩১)। তাই কেবল রসূল (সঃ) কেই আদর্শ মেনে তার আনিত ত্বরিকা

২৪ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

অনুসারে ইসলামে আমল করতে হবে নচেৎ যতই ভালো কাজ হোক বা যত বড় হুজুরের ত্বরিকা হোক তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না বরং তা হবে প্রত্যাখ্যাত। দলীল—

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থঃ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন যে, আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন ও সৃষ্টি করবে (যা মূলত দ্বীন ইসলামে নেই) তা প্রত্যাখ্যাত (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সুলাহি, বাবু ইয়াস ত্বালাহু আলা সুলাহি যাওরিন ফাসুসুলাহি মারদুদ হাঃ ২৬৯৭)।

কেননা আল্লাহ (সুবঃ) স্বীয় রসূলের (সঃ) মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন —

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থঃ আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা ৫ঃ৩)।

এ আয়াত থেকে আকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ তাতে নেই কোন অসম্পূর্ণতা, কোন কিছুর অভাব, তাতে কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন করার অবকাশ নেই। অতএব সাওয়াবের আশায় যা কিছু নতুন ভাবে করা যাবে, যার অস্তিত্ব সাহাবা (রাঃ), তাবঈ বা তাবে তাবঈদের যুগে ছিল না তা সবই বিদআত এবং কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বা বিপরীত।

বাকী থাকল বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সায়াআ। যা বিদআত

করার জন্য নতুন আবিষ্কৃত বিদ্যাতিদের চোরাপথ। ইনশাআল্লাহ সামনে গিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

## হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মাসনুন দরুদ সমূহ

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَرَكْتَ عَلَى اِلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ : আবু হুমায়েদ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন “হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দরুদ পাঠ করব?” রসূল (সঃ) বললেন, “তোমরা বল আল্লা-হুন্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ, অ আয ওয়াজিহি অ-যুররিঅ্যাতিহি কামা সল্লাইতা আলা আলে ইব্রাহীম। অ-বারিক আলা মুহাম্মদ অ-আযওয়ানিহি অ-যুররিঅ্যাতিহি কামা বারাক্তা আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাযিদ (সুনানি ইবনে মাযাহ, কিতাবু ইকামাতিস্ স্বলাতি, অস্ সুন্নাতু ফিহা, বাবুস্ স্বলাতি আলা নাবী (সঃ) হা/৯০৫, হাদীস সহীহ/মুঅত্তা মালেক ৫০৪/ মু'জামুল ওয়াসীত ১৬৫২)।

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية سمعتهما من النبي ﷺ فقلت بلى فأهدهالي : فقال : سألتنا رسول الله ﷺ فقالنا يا رسول الله ﷺ كيف الصلاة عليكم أهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم عليك؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد و على ال محمد كما صليت على ابراهيم و على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد و على ال محمد كما باركت على ابراهيم و على ال ابراهيم انك حميد مجيد.

অর্থ : আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, আমার সাথে কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) এর সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি বলতে লাগলেন, আমি কি তোমাকে ঐ হাদিয়া প্রদান করব না, যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনছি। আমি বললাম, কেন নয়? অবশ্যই উহা আমাকে হাদিয়া করুন কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলতে লাগলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সমীপে আরয করলেন “হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। তবে কিভাবে আপনার প্রতিও আহলে বাযাত এর প্রতি দরুদ পাঠ করব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা বল : আল্লাহুন্মা সল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুন মাজীদ। আল্লাহুন্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ২৭

ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা বারকতা আলা ইব্রাহীম ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইল্লাকা হামীদুন মাজীদ (সহীহ বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আশ্বিয়া হা/৩৩৭০)।

আরও দেখার জন্য অনুরোধ রইল — সহীহ বুখারী ৩৩৬৯, ৪৭৯৭, ৪৭৯৮, ৬৩৫৭, ৬৩৫৮, ৬৩৬০, সহীহ মুসলিম — ৬৫, ৬৬, ৬৯, আবু দাউদ — ৯৭৬, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮১, ৯৮২, তিরমিযী — ৪৮৩, ৩২২০, ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০, ১২৯১, ১২৯২, ১২৯৩, ১২৯৪

(বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত প্রমাণাদির সনদ সহীহ)

তা ছাড়াও প্রতিটি হাদীসে নাবী বা রসূল শব্দের সাথে যুক্ত **صلى الله** (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ দরুদটি প্রায় সকলের জানা।

এসকল মাসনূন দরুদ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যিক। মানব রচিত সমাজে প্রচলিত নতুন দরুদ ও তার যৌথভাবে মিলাদে বা জালসাতে উচ্চ স্বরে বক্তার সাথে বলার নতুন পদ্ধতি ইসলামের নয় বরং বিদ্রোহ বিধায় প্রত্যাখ্যাত।

## রসূল (সঃ) এর প্রতি সালাম প্রেরণের মাসনূন পদ্ধতি

عن عبد الله بن مسعود قال التعت الينا رسول الله ﷺ

فقال ان الله والسلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات

لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي و

رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله

২৮ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابك كل عبد صالح في  
السماء والارض أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا  
عبد ورسوله.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের দিকে ফিরে ইরসাদ করেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহই (শান্তি) দাতা, যখন তোমাদের কেউ স্বলাত আদায় করে, তখন সে যেন বলে, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি অস্ স্বলাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু আস্সাল্লামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়ু অ রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্সাল্লামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ স্বলিহীন।

অর্থঃ : বাচনিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহরই জন্য। হে নাবী (সঃ) আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে সালাম তথা শান্তি, রহমাত ও বারকাত নাযিল হোক। আমাদের প্রতিও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতিও সালাম। যখন তোমরা ইহা বলবে, তা সমস্ত নেক বান্দাদের নিকটে পৌঁছাবে। চাই তারা আসমানে বা যমীনে অবস্থান করুক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দাহ ও রসূল (সহীহ বুখারী, আব ওয়াবুল আ'মালি ফিস্ স্বলাহ্, বাবু মান সান্মা কাওমান, আও সাল্লামা ফিস্ স্বলাতি আলা গাঈরিজি মুওয়াজাহাতান, অহুয়া লা ইয়া'লামু হা/ ১২০২)।

এছাড়াও নাবী (সঃ) এর প্রতি সালাম প্রেরণের স্থান ও পদ্ধতির দলীল সমূহের নম্বর পেশ করলাম, দেখার জন্য অনুরোধ রইল। বুখারী হা/৮৩১, ৮৩৫, ৬২৩০, ৬২৬৫, ৬৩২৮, ৭৩৮১। মুসলিম হা/৫৫, ৬০, ৬২। নাসাঈ হা/১০৬৪, ১১৬২, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৬, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২। আবু দাউদ হা/৭৮৩, ৯৬৮, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৪। ইবনে মাযাহ্ হা/৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ১৮৯২।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ২৯

তিরমিযী হা/২৮৯, ২৯০, ১১০৫।

উপরোক্ত প্রতিটি রিফারেন্স উল্লিখিত হাদীসের সনদ সহীহ।

তাছাড়াও আমরা যখন মাসজিদে প্রবেশ করি, বাহির হই তখনও রসূল (সঃ) এর উপর সালাম প্রেরণ করি, কেননা ফাতিমাহ বিনতি রসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন —

অর্থঃ যখন রসূল (সঃ) মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, “বিসমিল্লাহি অস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুন্মাগ্ ফিরলি যুনুবি অফতাহলি আব্‌ওয়াবা রহমাতিক”। আর যখন তিনি (সঃ) (মাসজিদ) থেকে বের হতেন তখন বলতেন, “বিসমিল্লাহি অস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুন্মাগ্ ফিরলি যুনুবি অফতাহলী আব্‌ওয়াবা ফযালিক” (সুনানি ইবনে মাযাহ, কিতাবুল মাসা-জিদি অল জামায়াতি, বাবুদ্ দুআ-য়ি ইন্দা দুখুলিল্ মাসজিদ হা/৭৭১ হাদীস সহীহ)।

এ সকল হাদীস থেকে আমরা রসূল (সঃ) এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের শব্দসমূহ ও সঠিক পদ্ধতি সমূহ জানতে পারলাম, যা পালন করা অপরিহার্য। এসকল শব্দাবলী ও পদ্ধতি অনুসারে সাহাবাগণ, তাবেঈগণ ও তাবে-তাবেঈনগণ নাবী (সঃ) এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেছেন। তাঁরা কোন অবস্থায় নাবীর (সঃ) শিখানো পদ্ধতি

৩০ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

পরিত্যাগ করে কোন নতুন সালাম ও দরূদের শব্দ বা তারিকা নিজেরা তৈরি করেনি। কারণ তাঁরা জানতেন যে, আল্লাহ তাআলা শেষ নাবীর (সঃ) এর মাধ্যমে দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ইবাদতের সকল উপকরণ ও পদ্ধতি সমূহ উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে কোন প্রকার কমতি রাখেন নি। তাই তার শিখানো পদ্ধতি থেকে বেড়ে গিয়ে ইসলামের বলে কোন কিছুই করা যাবে না (৪৯ঃ১)। তা যতই ভালো হোক না কেন? হতে পারে তা আপনার কাছে ভালো, হতে পারে তা কোন সমাজের কাছে ভালো বা কোন গোষ্ঠীর কাছে ভালো। যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) কাছে ভালো না হয় তাহলে তার ফুটো কড়িও মূল্য নেই। এখানে একটা কথা স্মরণযোগ্য যে, পৃথিবীতে যত ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনের কারণ হল ভালো মনে করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং নবীদের আনিত বিধান ও পদ্ধতি সম্পর্কে উদাসীন হওয়া। চরম উদাসীনতার ফলে আসল জিনিসগুলি পরিত্যক্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। একই ভাবে বর্তমানে মুসলিমরা সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে বহু দলে আর মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর প্রত্যেক দলই মনে করছে যে, আমরাই সঠিক (৩০ঃ৩১-৩২, ৬ঃ১৫৯)। তাতে তাদের কর্মসমূহ সাহাবা, তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈনদের কর্মে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা না হোক। অথচ এই তিনযুগের লোকেদের সম্পর্কে রসূল (সঃ) এর হাদীসটি স্মরণ রাখা উচিত ছিল। হাদীসটি হল —

অর্থঃ ইমরাণ ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগ, তারপর যারা তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর যারা তাদের পরবর্তী যুগ (সহীহ বুখারী, কিতাবুস শাহাদাত বাবুন লা ইয়াশহাদু আলা শাহাদাতে জাওরিন ইয়া উশহিদ হা/২৬৫১. ২৬৫২,

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৩১

৩৩২৭, ৩৬৫০, ৩৬৫১, ৬৪২৮, আবু দাউদ হা/৪৬৫৭, ইবনে মাযাহ ২৩৬২, তিরমিযী ২২২১ হাদীস সহীহ)।

এ হাদীস প্রমাণ করে তিনটি যুগ হল স্বর্ণযুগ। এই তিন যুগে পাওয়া যায় না এমন আমলই বিদ্যাত। পরবর্তী যুগের লোকেরা যদিও তা ভালো মনে করে এবং যদিও তাদের সংখ্যা বেশি হয়। অনেকে হয়তো একথা বলে থাকে যে, তা হলে এতো লোক যে করেছে তারা কি সকলেই ভুল বা একটি প্রবাদ বলা হয় দশ যেখানে খোদা সেখানে। এ সকল কথা সবই কুরআনের বিপরীত (৭৫ঃ১৮৭/ ১১ঃ১৭/ ১২ঃ২১, ৪০, ৬৮/ ১৩ঃ১/ ১৬ঃ ৩৮/ ১৭ঃ৮৯)। সংখ্যাগরিষ্ঠ সত্যের মাপকাঠি নয়।

অতএব আমাদের উচিত তিন যুগের মানুষ যা করে নি তা আমরা করবো না এতেই কল্যাণ নিহিত আছে।

এরপর আমরা আসব ঐ সকল বিদ্যাভী ও শিরকী কর্মকাণ্ডের আলোচনায় যা আমাদের সমাজে বেরেলি বা রেজভী আলেমরা করে এবং সরলমনা মুসলিমদের করাই অথচ তার উল্লেখ না কুরআনে আছে আর না আছে কোন সহীহ হাদীসে। বরং তাদের ঐ সকল বিশ্বাস ও কর্ম সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী অথচ আহলি হাদীসদের তারা কাফীর বলে ফতুয়া বাজি করে জনগণের মাঝে ইসলাম বিরোধী বিষবাস্প ছড়াচ্ছে। যখন কেউ বলে এ সকল কাজ যা আপনারা করছেন তা তো হাদীস—কুরআনে নেই, তখন তারা বলে এগুলি ভালো কাজ হাদীসে না থাকলেও নিষেধ তো নেই। প্রথম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মূল আলোচনায় আসবো ইন্শা-আল্লাহ্।

এ কথার জবাবে সহীহ বুখারীর কিতাবুন নিকাহ থেকে একটি হাদীসই এখানে যথেষ্ট মনে করি পরিবর্তীতে যেহেতু এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

হাদীসটি হল —

جَاءَ ثَلَاثَةٌ دَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ

৩২ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَ  
أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا  
تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ  
: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا  
أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ  
الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ وَ  
أَتَقَاكُمُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَآتَزَوَّجُ  
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

অর্থ : একদা তিন ব্যক্তি নাবী (সঃ) এর স্ত্রীদের ঘরের নিকট এসে নাবী (সঃ) এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর তাঁর (সঃ) ইবাদত সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হলে তারা ইবাদতকে খুবই কম ভাবে এবং বলে নাবী (সঃ) কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর আগের ও পরের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন বলে আমি সর্বদা সারা রাত্রি স্বলাত আদায় করব (ঘুমাবো না), অপর ব্যক্তি বলেন, আমি লাগাতার রোযা রাখব, কখন রোযা ভঙ্গ করব না এবং তৃতীয় ব্যক্তি বলে, আমি মেয়েদের নিকট থেকে দূরে থাকব, কখনই বিয়ে করব না। অতঃপর রসূল (সঃ) তাদের নিকট এসে বলেন, “তোমরা এরূপ কথা বলেছো? আল্লাহর কসম! তোমাদের চাইতে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং আল্লাহর তাকওয়া বা পরহেজগারী করি। তারপরও আমি রোযা রাখি, ইফতারও করি, রাতে স্বলাত আদায় করি, নিদ্রাও যায় এবং বিবাহ করে মেয়েদের সংস্পর্শেও থাকি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৩৩

থেকে বিমুখ হবে সে আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়” (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবুত তারগীব ফিন নিকাহ হা/৫০৬৩)।

এ হাদীস থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, লোক তিনটি কোন খারাপ কাজ করার সিদ্ধান্ত নেই নি বরং স্বলাত ও সিয়ামেরমতো মহান ইবাদত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অথচ রসূল (সঃ) থেকে বেড়ে গিয়ে করার জন্য নাবী (সঃ) এর আদর্শ বিরোধী হয়ে গেল। অথচ বেরেলি বা রেজবির নাবী (সঃ) এর শিখানো দরুদ—সালামের পদ্ধতি ব্যতীত তাদের আকাবারদের নতুন তৈরিকৃত পদ্ধতি পালন করে কিভাবে সুন্নি হতে পারে? বিচার পাঠকদের উপর ন্যাস্ত।

## কিয়াম নামক সালাম প্রেরণের নতুন (বিদ্‌আতী) পদ্ধতি

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশে মিলাদ-মাহাফিলে “হার দাম যুবান সে নিকালো পাক নাবী মুহাম্মাদ” দরুদের কোন অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহ নাই বিধায় একে দরুদ বলা অন্যায্য। অতএব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উচ্চ স্বরে চৈচিয়ে বলাও ইসলাম বিরোধী। কেননা রসূল (সঃ) কখন সাহাবা (রাঃ) দেরকে নিয়ে চৈচিয়ে চৈচিয়ে একসাথে মাসনুন দরুদও পাঠ করেনি। সাহাবাগণ (রাঃ), তাবেঈগণ বা তাবে—তাবেঈগণ এমন কি চারজন মহামতি ইমামও কখন কোন সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে শ্রোতাদের নিয়ে চৈচিয়ে দরুদ বলেছেন এরকম কোন প্রমাণ নেই। বাকী থাকল বেরেলিদের রেজবি দরুদ। নাবী (সঃ) যেখানে সাহাবাদের নিয়ে উচ্চ স্বরে দরুদ পাঠ করেন নি সেখানে আসিকে রসূল (সঃ) রা কিভাবে তাঁর (সঃ) থেকে উচ্চ স্বরে সোরগোল মাচিয়ে দরুদ পাঠ করতে পারে? এরূপ করা আদবের খেলাপ। যারা এরূপ করে তারা বেআদব।

৩৪ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

কেননা আল্লাহর বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠ স্বরের উপর তোমাদের গলার আওয়াজ উচ্চ করো না। নিজেদের মধ্যে যেমন উচ্চ আওয়াজে কথা বল, তার সঙ্গে সে রকম উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। তা করলে তোমাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে (সূরা হুজরাত ৪৯ঃ২)।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, রসূলের (সঃ) প্রতি আদব—শ্রদ্ধা ও সম্মানের দাবী হলো অতি বিনয়, ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে তাঁকে (সঃ) সম্বোধন করা বা তাঁকে সম্বোধন করে তাঁর শিখানো পদ্ধতিতে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা। নচেৎ সৎ আমল সমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে কোন টের পাওয়া যাবে না।

আমরা দেখতে পায় বেরেলি—রেজবির সালাম প্রেরণের জন্য কিয়াম নামক বিদ্‌আত প্রথার প্রশ্ন নিয়েছে। যার আবিষ্কার হয়েছে তাক্বিউদ্দিন সুবকী (৬৮৩—৭৫৫ হিঃ) কর্তৃক সপ্তম শতাব্দী হিজরিতে। যার অস্তিত্ব চার ইমামের যুগেও পাওয়া যায় না। অথচ যারা দাঁড়িয়ে সকলে মিলে ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা বলে কিয়াম করে না তাদেরকে তারা কাফীর বলে ফতুয়া বাজি করে। যদি তাই হয় তা হলে সাহাবা (রাঃ) থেকে চার ইমাম পর্যন্ত যারা এই পদ্ধতিতে সালাম পাঠায় নি তারাও কি তাহলে ..... নাযুযবিলাহ। যদি বলে না তাঁরা নয় তবে এখন যারা কিয়াম নামক বিদ্‌আত করে না তারা কাফির। তাহলে বলব একই কাজের জন্য দুই রকম ফতুয়া কেমন কথা?

আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত সময় দিচ্ছি একটি হাদীস সহীহ সনদে পেশ করে প্রমাণ করুক যে, বক্তব্যের প্রথমে মধ্যে বা শেষে কোন সাহাবা



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৩৫

(রাঃ) এক সাথে দাঁড়িয়ে বলেছেন, “ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ....., না হলে তাবৈদের মধ্যে হতে না হলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কখনো তার অনুসারীদের সাথে নিয়ে সালাম প্রেরণের জন্য কিয়াম করেছেন। তাঁর লিখা বা তার বিখ্যাত ছাত্রদ্বয় ইমাম ইউসুফ ও মহাম্মাদ থেকে সহীহ সনদে প্রমাণ করুক।

যে প্রথার আবিষ্কার হয়েছে ৭০০ হিজরিতে তাকে ইসলামের বলায় তো অন্যায় তারপর আবার কাফীর জাহান্নামী বলে ফতুয়া বাজি। একটা কথা স্মরণ রাখুন! বেরেলিরা হানাফি নয় বরং আবু হানীফার বিপরীত আক্ৰিদাহ পোষণকারী আহমাদ রেজার অনুচর।

## আকাবারে বেরেলিদের কিয়াম সংক্রান্ত দলিল ও তার জবাব

মুফতি ইয়ার তার লিখা জায়াল হক বই এ যে বাতিল যুক্তি দিয়েছে সেগুলির উল্লেখ করত তার জবাব :—

১। মুফতি ইয়ার বলেছে, রসূল (সঃ) এর জন্ম সংক্রান্ত আলোচনায় দাঁড়ানো ওয়াজিব, কেননা এটা তাঁর (সঃ) তা’জিম এর অন্তর্ভুক্ত।

২। রসূল (সঃ) স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে থাকেন তাই দাঁড়ানোটা মাসনুন।

নাবী (সঃ) এর জন্ম সংক্রান্ত আলোচনায় দাঁড়াতে হবে তার অস্তিত্ব কুরআন—সুন্নাহতে তো নাই, আসারে সাহাবার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি খায়রুল কুবরুর মধ্যেও এর কোন অস্তিত্ব নেই।

ঈদে মলাদুন নাবী যখন থেকে আবিষ্কার হয়েছে (মিলাদুন নাবী আবিষ্কার করেছে ইরাকের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬–৬৩০হিঃ) ৬২৫ হিজরিতে। আবু বকর আল জাযায়েবী প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩১ কয়েত ছাপা)। তখন থেকেই আস্তে আস্তে কিয়ামের ওয়াজিব

৩৬ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

হওয়ার ফতুয়া বাজি শুরু হয়েছে। বেরেলি মৌলবী আব্দুস সামি বলেছে—

يجب القيام عند ذكر ولادة ﷺ (انوار ساطعه ص -

(৩৭৮

হযরত সললুল্লাহু আলাযহি অ সাল্লামের জন্মের আলোচনায় দাঁড়ানো ওয়াজিব (রিজাখানি মাজমুয়াহ ফতুয়া, গায়েতাল মারাম পৃষ্ঠা ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৭১)।

মুফতি ইয়ার রাহে সুন্নাতে পৃষ্ঠা ১৪৮ তে লিখেছে যে, “হুজুর (সঃ) প্রত্যেক মিলাদ মহাফিলে তাশরীফ আনেন তাই তাযিমের জন্য দাঁড়ানো ফরজ, আর যারা কিয়াম করে না তারা কাফের।”

যখন মিলাদ কিয়াম সংক্রান্ত আমল সাহাবাগণ (রাঃ) করেন নি এবং শরীয়াতেও যার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না তখন এ সকল বিদআতি বিষয়কে কে ফরজ করল? না বেরেলি মুফতিদের উপর নতুন করে ওয়াহি আসতে শুরু করেছে (নায়ুযুবিল্লাহ)। শরীয়াতে এর কোন অস্তিত্ব নেই একথা হানাফী মৌলবীরাই স্বীকার করেছে। যেমন মাওলানা আব্দুল হায় হানফি (যিনি মিলাদের কায়েল এবং বেরেলি ওলামাদের নিকট নির্ভরযোগ্য) বলেছেন— “নাবী (সঃ) এর জন্ম সংক্রান্ত (মিলাদে) আলোচনায় যে কেয়াম করা হয় শরীয়াতে এর কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নাই” (মাজমুয়াহ ফতুয়া আব্দুল হায় ৩/২৫৮ পৃঃ)। বরং যখনই রসূলের (সঃ) নাম আলোচিত হবে তখনই দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে হবে (সহীহ মুসলিম ১১, সুনানে নাসাঈ ১২৯৭, সুনানে তিরমিযী ৩৫৪৫)। তা ও আবার নাবী (সঃ) এর শিখানো পদ্ধতিতে (৩৩ঃ২১ / ৫৯ঃ৭)।

কিয়াম করা একে আকাবেরিনে উম্মাত বিদ্আত বলেছেন।

কাযী শিহাবুদ্দীন দাওলাতাবাদী বলেছেন —

الاول ليس بشئى و يقومون عند ذكر مولده ﷺ و  
يذعمون ان روحه ﷺ يجئى فذعمهم باطل بل هذا الا  
عتقاد شرك و قد منع الائمة الاربعة مثل هذا.

অর্থ : রাবিউল আওয়াল মাসে যা কিছু জাহেল লোকেরা করে তা সবই ভিত্তিহীন। আর বিলাদাতের আলোচনায় দাঁড়ায় এই বলে যে, নাবী (সঃ) এর রূহ আসে। এসব আক্কেদাহ শিরকিয়া এবং বাতিল। আর আয়িম্মায়ে আরবা (চার ইমাম) এমন আক্কেদা থেকে নিষেধ করেছেন (ফতুয়া নাযরিয়া ১/২১৫ পৃঃ)।

কাযী নাসিরুদ্দীন বলেছেন —

و قد احدث بعض جهال المشائخ امودا كثيرة لا نجد لها  
اثرا فى كتاب و لا فى سنة منها القيام عند ذكر و لادة سيد  
الانام عليه التحية و السلام.

অর্থ : বর্তমানে জাহেল সুফিরা বহু কথা (দ্বীনে) সংযোজন করে নিয়েছে, কিতাব ও সুন্নাতে যার কোন নিশান নাই। এর মধ্যে একটি এই যে, হযরত (সঃ) এর জন্মের আলোচনায় দাঁড়ানো (তারিকাতুস্ সালাফ, ফতুয়া নাযরিয়া ২১৪-১৫ পৃঃ)।

সিরাতে শামী বলেছেন —

جدت عادة كثير من المحبين اذ سمعوا بذكر وضعه ﷺ  
ان يقوموا تعظيما له ﷺ و هذا القيام بدعة لا اصل لها.

অর্থ : বর্তমানে অনেক (নাবী) প্রেমিকের অভ্যাস হয়ে গেছে যে,

যখনই (নাবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুনতে পাবে তখন সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে দাঁড়ানো বিদআত। এর কোন ভিত্তি নেই (সিরাতে শামী বাহাওলা আনুয়ারে সা-ত্বিয়া ২৩৮ পৃঃ)।

এছাড়াও মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্মীভী বলেছেন “কিয়াম ও মিলাদ বিদআত” (মাজমুয়াহ ফাতুয়া ৩/২৫৮ পৃঃ)।

এত গেল হানারী ওলামাদের কথা। এখন আসুন কিয়াম অর্থাৎ মিলাদ মহাফিলে সকল উপস্থিত শ্রোতাদের নিয়ে বক্তার ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ..... নামক কিয়াম নিজেরা তৈরি করে সালাম পাঠানোর নতুন বেরেলি তরিকা যার আদেশ হাদীসে পাওয়া যায় না। বরং সরাসরি নিষেধ পাওয়া যায়। এমন নয় যে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার মানসে হাদীসে কিয়াম (قيام) শব্দ পাওয়া গেলেই যে কোন ভাবে প্রমাণ করা যে, এই দেখুন হাদীসে কিয়াম করার কথা আছে। কিন্তু সে কিয়াম (দাঁড়ানো), স্বলাতের কিয়াম, কদরের রাতের কেয়াম, তারাবিহ সংক্রান্ত না কাউকে সাহায্যের জন্য কেয়াম বা দাঁড়ানো। এরকম কেয়াম (قيام) শব্দের উল্লেখ কেবল বুখারীতেই ৫০ বার এসেছে। এ সকল স্বার্থায়েসীরা অজ্ঞতার প্রশ্ন নিয়ে মানুষকে আর কতকাল ভুল করাবে। আল্লাহ্ ঐদেরকে সুমতি দিন।

আগেই বলেছি এখনও বলছি তা’জিমের জন্য বা সম্মানের জন্য কিয়াম সাহাবাগণ (রাঃ) করেন নি। দলীল —

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ كَانُوا  
إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَدَاهِيَّتِهِ لَذَلِكَ.

অর্থ : আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীদের কাছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। অথচ তাঁরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা (সাহাবাগণ) জানতেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়ানোকে ঘৃণা মনে করতেন

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৩৯

(সুনানি তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু মাজা ফি কারাহিয়াতি কেয়ামির রাজুলি লিররাজুল হা/২৭৫৪/জামিউল উসুল ৪৭৪৬/মুসনাদে আহমাদ ১২৩৪৫/ মুসান্নাফে আবী শায়বা ২৫৫৮৩, মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল কিয়াম, আল ফাসলুস সানী ৪৬৯৮ হাদীস সহীহ)।

এই হাদীসটি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, নাবী (সঃ) সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে ঘৃণা মনে করতেন তাই সাহাবাগণ (রাঃ) দাঁড়াতে না। আমরা যেহেতু সাহাবাদের (রাঃ) পাইরুবী করি তাই আমরাও দাঁড়ায় না। এরপরেও যারা রসুলের (সঃ) ঘৃণিত জিনিস করবে আর গায়ের জোরে বলবে আমরা রসুলের (সঃ) আত্মিক তাদের কি বলা যায় আপনারাই বলুন। কিয়ামের মাধ্যমে নাবী (সঃ) কে সম্মান করার কোন সহীহ হাদীস নাই। তবে হাঁ সা'দ ইবনু মু'আজের হাদীসটি পেশ করে বেরেলি-রেজবীরা সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে পারে, তাই বিষয়টি পরিস্কার করা উচিত মনে করি।

তারা উক্ত হাদীসের শেষ অংশ পেশ করে যার অর্থ —

قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

“তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও।” এরপর বলে হুজুর (সঃ) যেহেতু সকলের নেতা, শ্রেষ্ঠ নেতা তাই তাঁর (সঃ) সামনে দাঁড়ানো ওয়াজিব।

উক্ত ব্যাখ্যা কয়েকটি কারণে গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রথমতঃ উক্ত হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে সহীহ সূত্রে পূর্ণ ভাবে এসেছে —

قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ.

অর্থঃ তোমরা তোমাদের নেতাদের দিকে এগিয়ে যাও এবং তাঁকে (গাধা থেকে) নামিয়ে নাও (মুসনাদে আহমাদে হা/২৫১৪০, সিলসিলাতু আহাদিসুস সহীহা হা/৬৭)।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন —

صله

৪০ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

هَذِهِ الدِّيَاةُ تَخْدِشِي فِي الْأُسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ سَعْدٍ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ.

অর্থঃ এই বর্ণিত বর্ণনাটুকু সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) সংশ্লিষ্ট বিবরণ দ্বারা বিতর্কিত কিয়াম বা সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে শারীআতের দলীল সাব্যস্ত করার দাবীকে নাকচ করে দিয়েছে (ফাতহুল বারী ১১/৬০-৬১ পৃঃ হা/ ৬২৬২ এর আলোচনা)।

দ্বিতীয়তঃ তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইহুদি গোত্র বানু কুরায়যার সাথে যুদ্ধের সময় তিনি তীরের আঘাত পেয়েছিলেন। তাই যখনই অবস্থায় তিনি গাধার পিঠে সাওয়ার হয়ে এলে রসূল (সঃ) তাঁকে নামিয়ে নিতে বলেন।

তৃতীয়তঃ ব্যাকরণ গত দিক থেকেও তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রসূল (সঃ) যদি সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলতেন তাহলে বলতেন —

قَوْمُوا لِسَيِّدِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে

যাও। কিন্তু তিনি তা বলেন নি। কারণ আরবী ব্যাকরণ মতে **قيام** শব্দের

বা সম্বন্ধ যখন **إلى** আসে, তখন তা সহযোগিতার অর্থ দেয়।

আর যখন **ل** আসে তখন তা সম্মানার্থে আসে। রসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন **إلى** সম্বন্ধপদ প্রয়োগ করে। অর্থাৎ নেতার সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হও (মিরকাতুল মাফাতীহ ৯/৮৩ পৃঃ)।

অতএব এ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা চরম অন্যায়।

এছাড়াও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসে রসূল (সঃ) নিজের তা'জিমের জন্য দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন —

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَقَامُ لِي إِنَّمَا يَقَامُ لِلَّهِ.



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৪১

অর্থঃ রসূল (সঃ) বলেছেন — আমার সম্মানার্থে কিয়াম করিও না কেননা সম্মানার্থে কেয়াম কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট (মুসনাদে আহমাদ হা/২২৭০৬, আল কাওলুল মুফিদ ১/২৭৫, গা-য়েতুল মুকাদ্দিস হা/২৯৭২, কানযুল উন্মাল হা/২৫৪৭৭, আল মুসনাদুল জামে হা/৫৫৭৭, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ হা/১২৭৮৪, জামেউল হাদীস হা/১৭৯৭২)। এমন কি কুরআনেও আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন

— **قَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** অর্থ তোমরা আল্লাহর জন্য বিনম্র ভাবে দাঁড়িয়ে

যাও (সূরা বাকারাহ ২৩৮)।

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রসূল (সঃ) এর তাজিমের উদ্দেশ্যে কিয়াম করা নাজায়েজ ও হারাম কেননা রসূল (সঃ) সরাসরী নিষেধ করেছেন।

এরপরও যারা বিদআতে হাসানা বলে যুক্তি খাড়া করে তাদের যুক্তির খণ্ডন —

দ্বীনের মধ্যে সকল বিদআতই হারাম (ইবনে মাযাহ হা/৪২)। অতএব ইসলামে নতুন সংযোজন তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক তা হারাম। তবে একথা স্মরণযোগ্য যে, যদি কেউ কোন কাজ খারাপ জেনে করে বদ্ অভ্যাসের দরুন তাহলে একদিন সে তা থেকে তাওবা করতে পারে কিন্তু যদি কেউ কোন কাজ ভালো জেনে করে তাহলে তা থেকে সে কখনই তাওবা করবে না বরং আরো বেশি বেশি করবে। তাই বিদআতে সাইয়্যার তো খারাপ বটেই কিন্তু বিদআতে হাসানা আরো বেশি মারাত্মক। যারা বিদআতে এরকম ভাগ করে তারা কৌশলে মানুষকে সুন্নাহ থেকে সরিয়ে বিদআতি বানায়। আর যুক্তি খাড়া করে বলে— (১) ওমর (রাঃ) একবার স্বলাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন —

অর্থঃ এটি কত সুন্দর বিদআত।

৪২ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

বিদআতকে বিভক্তকারীরা ওমর (রাঃ) এই উক্তিকে কেন্দ্র করেই বিদআতে হাসানা করার পক্ষে দলীল পেশ করে থাকে।

## সংশয় নিরসন

ওমর (রাঃ) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল শাদিক অর্থে বিদআত। শারীআতে বিদআত করা নয়। দেখুন —

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَعَمْتُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (২/৩৫২)] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِي [فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبِدْعَةُ الْغَوِيَّةُ لَا ابِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ ، لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ بِمُنَاسِبَةٍ جَمَعَهُ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ، وَ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةٌ قَدْ شَرَعَهَا الرَّسُولُ ﷺ ، حَيْثُ صَلَّاهَا بِأَصْحَابِهِ لِيَالِي ، ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ خَشْيَةً أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْهِمْ ] انْظُرْ صَحِيحُ الْبُخَارِيُّ (২/৩৫২) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا [ وَ بَقِيَ النَّاسُ يَصَلُّونَهَا فَرَادَى وَ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ كَمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي الَّتِي صَلَّاهَا بِهِمْ وَأَحْيَا عُمَرُ تِلْكَ السَّنَةَ فَيَكُونُ قَدْ

أَعَادَ شَيْئًا قَدْ انْقَطَعَ الشَّرْعِيَّةُ مُحَرَّمَةً. لَا يُمْكِنُ لِعَمْرٍ وَ لَا  
لِغَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَهَا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ تَحْذِيرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْبِدْعِ

অর্থঃ ওমর (রাঃ) এর কথা **نعمت البدعة هذه** “এটি কতই না সুন্দর বিদ‘আত” দ্বারা কুরআন হাদীস তথা ইসলামের পরিভাষায় যে বিদ‘আত তা বিদ‘আত নয় বরং এখানে শাব্দিক অর্থে বিদ‘আত বলা হয়েছে। কেননা ইসলামের পরিভাষায় বিদ‘আত বলা হয় ভিত্তিহীন ভাবে সাওয়াবের আশায় নব উদ্ভবিত ইবাদতকে। সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরয়ী ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় যেগুলো সম্পর্কে যখন বিদ‘আত বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বিদ‘আত বুঝতে হবে শারয়ী বিদ‘আত নয়। আর স্বলাতে তারাবীহ্ তো রসূল (সঃ) নিজেই সাহাবাদের নিয়ে পড়েছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তার থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবাগণ (রাঃ) বিক্ষিপ্ত ভাবে রসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর (রাঃ) সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছিলেন যেমন তারা রসূলের (সঃ) পিছনে পড়েছিলেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বিদ‘আত ছিল না বরং লুপ্ত সুন্নাতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কেননা শারীয়াতের পরিভাষায় যাকে বিদ‘আত বলা হয় তা সম্পূর্ণ হারাম। যা ওমর (রাঃ) বা অন্য কোন সাহাবীর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। কেননা বিদ‘আতের বিরুদ্ধে যে সকল সতর্কবাণী রসূল (সঃ) দিয়েছিলেন তা তাঁদের ভাল করেই জানা ছিল (আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদেস ৯৫ পৃঃ)।

অতএব ওমর (রাঃ) এর নাম করে ইসলামে নতুন বিদ‘আত চালু করা অন্যায়। তাছাড়াও যারা সুন্নি তারা তো সব সময় সুন্নাতের অনুসরণ করবে। কখনই বাপ-দাদা, মায়হাব বা আলা হযরতের করা আমল করে সুন্নি হওয়া যায় না বরং নতুন ভাবে কিছু করা মানেই বিদ‘আত করা। আর

যারা বিদ‘আত করে তারা বিদ‘আতি, পথভ্রষ্ট, জাহান্নামী (সুন্না নিসাদি, বাবু কাইফাল খুত্বাহ হা/১৫৭৮)।

## হাযির ও নাযির

নাবী মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে বেরেলি-রেজবিদের ধারণা যে তিনি (সঃ) সব স্থানে সব সময় হাযির-নাযির। তাদের এই ধারণা অবতারবাদী ও সর্বেশ্বরবাদীর ন্যায় এমন ধারণা কোন দিনই সাহাবাদের, তাবেঈদের বা তাবে-তাবেঈনদের ছিল না। হাযির-নাযির আক্কাইয় বিশ্বাসীদের নিকট আমাদের আহ্বান যে, কোন তাবিল ও তাহারিফ (অপব্যাত্য) ছাড়া সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে একটি আয়াত বা একটি হাদীস সহীহ সম্মে পেশ করুক নচেৎ ‘শাহিদ’ শব্দের জায়াল হক বই—এ ২২ পৃষ্ঠা অপব্যাত্য করে মুসলিমদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করুক। কুরআনে কোথাও নাবী (সঃ) কে ‘ظ’ বর্ণ দিয়ে বলা **نظير** হয়নি বরং যেখানে নাযির বলা হয়েছে সেখানে ‘ذ’ বর্ণ দিয়ে **نذير** (নাযির) বলা হয়েছে যার অর্থ ভয় দেখানে ওয়ালা বা সতর্ককারী। একই ভাবে কুরআনে যেমন রসূল (সঃ) কে **شاهد** বা সাক্ষী বলা হয়েছে (সূরা আহযাব ৩৩ঃ৪৫)। তেমনি উম্মাতে মুহাম্মাদীদের কেউ **شاهد** বা সাক্ষী বলা হয়েছে (সূরা বাক্বারাহ্ ২ঃ১৪৩)। এছাড়াও **أَلَمْ تَرَ** (তুমি কি দেখনি) তে যেমন আলামাতে মুজারে ব্যবহার করে নাবী (সঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে (সূরা ফিল ১০ঃ৫১)। তেমনি সূরা ইয়াসিনের ৩১ নং আয়াতেও **أَلَمْ يَرَوْا** (তারা কি দেখে না) আলামাতে মুজারে ব্যবহার করে কাফীরদের সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব এ সকল আয়াতের অপব্যাত্য করে অবান্তর যুক্তি খাড়া করা কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

আসুন তাদের আকাবারদের লেখা কিতাবাদির হাযির-নাযির সংক্রান্ত কিছু উদ্ভৃতি যা সরাসরি কুরআন বিরোধী।

১। তারা লিখেছে —

کوئی مقام اور کوئی وقت حضور ﷺ سے خالی نہیں

অর্থ : কোন স্থান কোন সময়ে হুজুর (সঃ) থেকে খালি নয়।

(تسکین الخوا طرفی مسلتہ الحاضر و الناظر احمد

سعید کاظمی ص ۸۵)

نبی ﷺ کی روح کریم تمام جہان میں ہر مسلمان کے

## گھر میں تشریف فرما ہے

**অর্থ :** নাবী (সঃ) এর পবিত্র রূহ সারা জাহানে তাশরীফ ফরমান

(خالص الاعتقاد ص ۴۰)

৩। আওলিয়াদের ব্যাপারে আহমাদ রেজা খান বলেছে—

اگر وہ ۰ چاہیں تو اک وقت میں دس ہزار شہروں میں

دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔

অর্থ : যদি ওরা চায় তাহলে একই সময়ে ১০ হাজার শহরে ১০

হাজার জায়গায় দাওয়া কবুল করতে পারে। (ملفوظات ص ۱۱۳)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آدم سے لے کر آپ کے

جسمانی دور تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں۔

অর্থ : হুজুর আলাইহিস্ স্বলাতু আসসালাম আদম (আঃ) থেকে

শুরু করে হুজুর (সঃ) এর স্বশরীরে অবস্থানকাল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনায় তিনি হাযির (উপস্থিত) ছিলেন। (جاء الحق ص ۱۲۳)

মুসলিম ভাই সকল তাদের বইগুলি এরকম কথায় ভর্তি, যা সরাসরি কুরআনের বহু আয়াতের বিরুদ্ধে যায়। অথচ গায়ের জোরে সকলকে কাফির আর নিজেদের সুন্নি বলে। যদি তারা প্রকৃত সুন্নি হয়ে থাকে তাহলে নিম্নলিখিত আয়াতগুলি হয় কুরআনের অন্য আয়াত দিয়ে মানসুখ প্রমাণ করুক আর না হয় তাওবা করে কুরআনের আয়াতগুলির উপর ঈমান আনুক।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ غُرْبِي إِذْ قَصَيْتَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا  
كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

অর্থ : মুসাকে যখন আমি নির্দেশ নামা দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না (সূরা কাসাস : ২৮ঃ৪)।

(٢) وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا  
كُنَّا مُرْسِلِينَ.

অর্থঃ তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য কিন্তু (তাদের মাঝে) রসূল প্রেরণকারী আমিই ছিলাম (সূরা কাসাসঃ ২৮ঃ৪৫)।

(٣) ذَٰلِكَ مِنْ أُنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ  
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ  
يَخْتَصِمُونَ.

অর্থ : এ হচ্ছে গাঙ্গীবের সংবাদ আমি তোমাকে ওয়াহি দ্বারা

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৪৭

জানিয়েছি। বস্তুত তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না যখন তাদের কোন ব্যক্তি মারয়ামকে লালন-পালন করবে সেই ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল এবং তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল (সূরা আলে ইমরাণ ৩ঃ৫৫)।

(৴) ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ .

অর্থ : এ হচ্ছে গাঈবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওয়াহী দ্বারা জানিয়েছি। ষড়যন্ত্র করার সময় যখন তারা তাদের কাজে জোট বন্ধ হয়েছিল তখন তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না (সূরা ইউসুফ ১২ঃ১০২)।

এ সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, নাবী (সঃ) আদম (আঃ) থেকে এখন পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে সেখানে তিনি উপস্থিতও ছিলেন না এবং জানতেনও না বরং আল্লাহ ওয়াহী দ্বারা জানিয়েছেন। এরপরও যদি কেউ বলে যে তিনি হাযির-নাযির তাহলে সে কুরআন অস্বীকারকারী কাফীর।

উপরোক্ত প্রমাণাদির আলোকে বলা যায় যে, কিয়াম নামক বিদ্বাতি সালাম প্রেরণের পন্থতি ও হাযির-নাযির সংক্রান্ত বিশ্বাস ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থি বিধায় এমন আকিদা থেকে তাওবা করা ওয়াজিব।

## আল্লাহর রসূল কি নূরের তৈরি ?

আমাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ আছে তার একটি হ'ল রসূল (সঃ) কিসের তৈরি মাটির নাকি নূরের? এটিকে কেন্দ্র করে দুটি মতের সৃষ্টি হয়েছে। বেরেলিরা বলছে রসূল (সঃ) আল্লাহর নূরের টুকরো, আহ্লে সুন্নাত ওয়ালা জামাত বলছে রসূল (সঃ) নূর দ্বারা সৃষ্টি নয়, বরং মানুষের মধ্যে থেকে রসূল মনোনীত হয়েছেন।

৪৮ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

আসুন দেখা যাক কুরআন ও সহীহ হাদীস এ সম্পর্কে কি বলে? সর্বপ্রথমে আমাদের জানা উচিত মানুষ কি থেকে সৃষ্টি এবং ফেরেশতা কি থেকে সৃষ্টি, যদি আমরা কুরআন পড়ি তাহলে দেখতে পাব মানুষকে আল্লাহ্ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন সূরা হজ্জের ৫ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে —

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تَرَابٍ .....

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! যদি পুনরুত্থানের বিষয়ে তোমাদের সংশয় থাকে তবে জেনে রেখো, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি .....।

আরো উল্লেখ রয়েছে সূরা আল্ আন'আ'মের ২নং আয়াতে —

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ .

অর্থ : তিনিই সেই স্বভা যিনি তোমাদেরকে কদম থেকে সৃষ্টি করেছেন।

সহীহ মুসলিম কিতাবুল যুহুদ এ বলা হয়েছে—আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন :—

خَلَقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ .

অর্থ : ‘ফেরেশতাহদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে’ (মুসলিম হাদীস নং ২৯৯৬)।

তাহলে এটা পরিষ্কার যে মানুষ মাটি থেকে এবং ফেরেশতাহ নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যদি রসূল (সঃ) মানুষের মধ্যে হতে নবী মনোনীত হয়ে এসেছিলেন তাহলে তিনি মাটির তৈরি, আর

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৪৯

যদি ফেরেশতাহদের মধ্যে হতে হয়ে থাকেন তাহলে তিনি নূর থেকে সৃষ্টি। আসুন দেখি এ প্রসঙ্গে কুরআন কি বলে?

প্রথমত দেখব রসূল (সঃ) ফেরেশতাহ ছিলেন, না ছিলেন না? এর উত্তর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সূরা : আল-আন'আমের ৫০ নং আয়াতে বলেন :—

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ط

অর্থাৎ : বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, গায়েবের সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং আমি তোমাদেরকে এও বলি না যে আমি ফিরিশ্তা, আমার প্রতি যা অহী হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।”

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِبْسُونَ.

অর্থাৎ : আমি যদি তাঁকে ফিরিশ্তাও করতাম তাহলে তাঁকে আমি মানুষ করেই পাঠাতাম এবং যারা আজ বিভ্রান্তিতে আছে তাদেরকে আরও বিভ্রান্তিতেই ফেলতাম।” (আল্ আনআম ৬:৯)

তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে, রসূল (সঃ) ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত হন নি। আর একথা সত্য যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করে, সুতরাং মানুষের মধ্য হতেই নাবী ও রাসূল আসাটাই স্বাভাবিক। যেমন কুরাইশরা তাদেরই বংশজাত মুহাম্মদ (সঃ) এর নবী হিসাবে আবির্ভাব হওয়ায় হতবাক হয়েছিল। কুরআনে এর চিত্র এভাবে অঙ্কিত হয়েছে —“বরং তারা (কুরাইশরা) হতাশ হয়েছিল এইজন্য যে তাদেরই একজন ভীতিপ্রদর্শক হয়ে তাদের নিকটে আগমন করেছিল” (আল্ কুরআন ৫০/২)।

৫০ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

একই ধরনের কথা কুরআনে অন্য স্থানেও ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৯৫ নং আয়াতে —

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا.

অর্থ : (হে নাবী) বলুন পৃথিবীতে যদি ফিরিশ্তাগণ নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করত (বসবাস করত) তবে আমি আকাশ থেকে ওদের নিকট অবশ্যই ফিরিশ্তা রাসূল করে পাঠাতাম।

## রসূল (সঃ) মানুষ ছিলেন ?

এবার দেখা যায়, রসূল (সঃ) মানুষের মধ্য হতে মনোনীত কি না?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৯৩ নং আয়াতে — قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا.

অর্থাৎ : আপনি বলুন, আমার রব্ব “মহান পবিত্র! আমি তো কেবল একজন মানুষ রাসূল।”

এছাড়াও ইরশাদ হয়েছে সূরা আল কাহাফ ১৮ : ১১০ আয়াতে এবং সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ৬ নং আয়াতে —

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَوَاحِدٌ.

অর্থাৎ : (হে নাবী আপনি) বলুন আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয়, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ।”

এ সকল আয়াত দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে শেষ নাবী মুহাম্মদ (সঃ) মানুষের মধ্যে থেকে রাসূল হিসাবে মনোনীত হয়ে



এসেছিলেন। তবুও বেরেলিরা বলতে পারে যে, (اِنَّ) এর পর যে (مَا) আছে সেটা (مَا) এ কাযফ নয়, মায়ে নাফি, ফলে অর্থ দাঁড়ায় “আমি তোমাদের মতো মানুষ নই।”

যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন এই আয়াতেই একই ভাবে (اِنَّ) পর (مَا) এসেছে সেটা কেউ মায়ে নাফি বলতে হবে, ফলে অর্থ হবে “তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্ নয়।” আর একথা কোন মুসলিম বলতেই পারে না, আর বললে সে মুসলিমও থাকবে না।

একটু চিন্তা করে দেখুন, মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাত। যদি রাসূল (সঃ) মানুষের মধ্যে না আসতেন তাহলে মানুষ কখনই সৃষ্টির সেরা হত না। বরং যাদের মধ্যে আসতেন তারাই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে আখ্যা পেত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন সূরা ত্বীনের ৯৫ : ৪ নং আয়াতে —

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

অর্থাৎ : আমি তো মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।

আরও বলেন সূরা বানী ইসরাঈলের ১৭ঃ৭০ নং আয়াতে —

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

অর্থাৎ : আমি তো আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। অথচ বেরেলিরা আরও বলে যে, রাসূল (সঃ) বাশার নয়, মানুষ নয়, আমাদের প্রজাতির নয় বরং রাসূল (সঃ) আল্লাহর নূরের টুকরা, তাঁর না কি ছায়াও ছিল না, তাঁর উপর মাছিও বসত না, তাদের একথাগুলো বলার পিছনে কারণ হল নাবী (সঃ) কে যদি নূর না বলা হয় তাহলে নাকি রাসূল (সঃ) এর শান বা মর্যাদা কমে যায়। এমন কি জায়াল হাক্ক নামক কিতাবে বলা হয়েছে রাসূল (সঃ) মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ ছিলেন না। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন সূরা বাক্বারার ২ঃ১৫১ নং আয়াতে —

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ.

অর্থাৎ : “যেমন আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকে রসূল প্রেরণ করেছি।” একই ধরনের কথা আরও ইরশাদ হয়েছে সূরা ইউনুসের ১০ঃ২ নং আয়াতে —

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ

অর্থাৎ : “মানুষের জন্য এ কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর।”

## সংশয় নিরসন

তবুও তারা বলতে পারে যে, না হাদীসে তো বলা হয়েছে নাবীর নূরকে কে নাকি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তায়ালা। আর সে হাদীস কি জিজ্ঞাসা করতেই বলে উঠেন —

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُؤُوسَ نَبِيِّكَ يَا جَبْرِ.

অর্থাৎ : হে জাবির, “তোমার নাবীর নূরকেই আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।” অথচ যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভাই এই কথাটি কোন হাদীসের গ্রন্থ থেকে বলছেন? তাহলে উত্তর পাবেন আমাদের হুজুররা কি ভুল করেছেন। তারা এতো বড় বড় মৌলানা তারা কি ভুল করতে পারে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি এই আরবী বাক্যটি কোন হাদীস নয়ই বরং ভিত্তিহীন কথা (সিলসিলাতুয়্ যাঈফা হাঃ ১৩৩, ৪৫৮, আহুদিসুয়্ যাঈফা অল বাতিলা ৫১ পৃঃ)। অথচ সহীহ হাদীসের বিরোধী, তিরমিযির কিতাবুল রুদব হাদীস নং ২১৫৫ তে

উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেন —

إِنَّ أَوَّلَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ الْقَلَمَ.

অর্থাৎ : আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় কথাটি হল আল্লাহ্ নূর থেকে ফিরিশ্তা সৃষ্টি করেছেন যা মুসলিম শরীফের কিতাবুল যুহুদ হাদীস নং ২৯৯৬ এ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সঃ) বলেছেন —

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ.

অর্থাৎ : ফিরিশ্তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু কিছু লোক এমন আছে যারা বলেন কুরআনেই তো নাবীকে নূর বলা হয়েছে হাদীস জাল তাতে কি আছে? তারা তাই দলীল হিসাবে কুরআনের সূরা মায়দার ৫ : ১৫ নং আয়াত পেশ করে থাকেন যেখানে বলা হয়েছে —

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

অর্থাৎ : “আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছে এক নূর (জ্যোতি) ও স্পষ্ট কিতাব।”

অথচ এখানে কিতাবুম্ মুবিনকেই নূর বলা হয়েছে। এমন কি কানযুল ঈমানে এই আয়াতটিকে কেন্দ্র করে ৫২ নং টিকায় আহম্মেদ রেজা খাঁন বেরেলি বলেছেন, “নূর সে মুরাদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। হুজুর আনুয়ার (সঃ) কোঁ ইসি লিয়ে নূর কাহা গ্যায়া কিঁউ কি উসনে তারিকি কুফর কোঁ দূর কিয়্যা আওর রাহে হিদায়াত ওয়াজহে কিয়্যা অর্থাৎ হুজুরে আনুয়ার (সঃ) কে এইজন্যই নূর বলা হয়েছে কেননা তিনি কুফরীর অবসান ঘটিয়েছেন এবং হিদায়াতের পথ স্পষ্ট করেছেন।” তাঁকে সৃষ্টিগত নূল বলেন নি। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় যে নাবীকে নূর বলা হয়েছে তবুও প্রশ্ন উঠবে যে আল্লাহ্ কেন পরবর্তী আয়াতে

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ ইহা দ্বারা হিদায়াত করেন)। বলেছেন যেখানে “بِهِ” শব্দটি একবচন ব্যবহার করেছেন যদি কিতাব ও নূর দুটি পৃথক বস্তু হতো তাহলে ‘بِهِمَا’ অর্থাৎ দ্বিবচন ব্যবহৃত হতো। যেমন সূরা বাক্বারার ২ঃ২১৯ নং আয়াতে মদ ও জুয়ার জন্য দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ‘ওয়াও’ আত্ফা হিসাবে আসেনি বরং তাফসিরিয়া (ব্যাখ্যা) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব যা কিতাবুম্ মুবিন তাই নূর। কেননা কুরআনে কোন কথা এক স্থানে অস্পষ্ট থাকলে অন্য জায়গায় স্পষ্ট করা হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরা নিসার ৪ : ১৭৪ নং আয়াতে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا.

অর্থাৎ : হে মানব সকল! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি।”

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন সূরা তাগবুনের ৬৪ : ৮ নং আয়াতে

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا

অর্থাৎ : “অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যে নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।”

অতএব এ সকল আয়াত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার বোঝা গেল যে, কুরআনকেই নূর বলা হয়েছে। আর রাসূল (সঃ) মানুষের মধ্যে থেকে মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক করে পাঠানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১৩ : ৩৮, ১৪ : ১০, ১১, ১২ : ৩, ২২ : ৭৫, ২৩ : ৩৩, ৩৪, ২৫ : ৭ নং আয়াত সমূহ। এ সকল আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (সঃ)



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৫৫

মানুষ ছিলেন, বাজারে যেতেন, খাদ্য খেতেন, স্ত্রী-সন্তান ছিল, প্রসাব-পায়খানার প্রয়োজন হতো। তাই তৎকালীন কাফিররা বলত এতো মানুষ, রাসূল হতে পারে না। একই ভাবে বেরেলিরা বলছে রাসূল (সঃ) কখনো মানুষ হতে পারেন না। আমি বলতে চাই তৎকালীন কাফির ও এসব লোকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তারা মানুষ মনে করতো নাবী মনে করতো না, এরা নাবী মনে করে কিন্তু মানুষ মনে করে না। অথচ রসূল (সঃ) বলেছেন —

لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ  
فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

অর্থ : তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ইসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে খ্রীষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি আল্লাহর বান্দা, তাই তোমরা বলবে আল্লাহর বান্দা ও রসূল (সহীহ বুখারী, আহাদিসুল আশ্বিয়া হা/৩৪৪৫)।

যখন তাদের সামনে কুরআনের এ সকল আয়াত তুলে ধরা হয় তখন তারা নিজেদের মতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং হককে ধামা চাপা দিয়ে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে এই বলে যে, দেখছেন আপনারা শুনছেন আপনারা এরা কতো গুস্তাখ এরা বলছে নাবী আমাদের মতো আমাদের মতো। আমরা তো নাবীর পায়ের ধুলার যোগ্য নয়, এরা কতো বেঈমান, গুস্তাখ ওয়াজেবুল কতোলা নাবীকে নিজের মতো বলছে, এরা নাবীকে মানে না। অথচ হক ও বাতিলের মধ্যে আমরা পার্থক্য করার চেষ্টা করি না। বরং শূন্য কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে - আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন —

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

৫৬ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

অর্থাৎ : মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে (বিনা তদন্তে) তা বলে বেড়ায় (মুসলিম হাদীস ৬)।

অতএব আমাদের উচিত হক জানা ও মানা। কেননা হক আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা বলেন সূরা আল কাহাফের ১৮ : ২৯ নং আয়াতে —

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.

অর্থাৎ : “হে নাবী, আপনি বলুন, সত্য তোমাদের রব্বের পক্ষ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখান করুক।” আসুন দেখা যাক রসূল কোন দিক দিয়ে আমাদের মতো।

১। বাশার বা মানুষ হওয়ার প্রথম দিক এই যে, নাবীজি (সঃ) শাকল ও সুরতে অর্থাৎ দেখন দৃষ্টিতে, সৃষ্টিগত ভাবে মানুষের মতো। যেমন মানুষের চোখ আছে, কান আছে, নাক আছে, মুখ আছে এবং হাত ও পা আছে, তেমন রাসূল (সাঃ) এর ছিল। অর্থাৎ তার শারীরিক গঠন মানুষের মতো।

২। বাশার বা মানুষ হওয়ার দ্বিতীয় দিক এই যে সকল প্রয়োজন সকল মানুষের হয়, যেমন — ক্ষুধা লাগে, পিপাসা লাগে, নিদ্রা আসে, প্রসাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়, ঘুমায়-জাগে, কথা বলে, বিবাহ হয় স্ত্রী-সন্তান হয়, জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু বরণ করে, এসকল বৈশিষ্ট্য রাসূল (সঃ) জীবনে লক্ষ্য করা গেছে।

তবে যদি বাশার হওয়ার অর্থ কেউ এটা মনে করে যে, তাঁর মকাম ও মর্ত্বাতে, শান ও ইজ্জতে সাধারণ মানুষের মত তাহলে সে ইসলাম থেকে ঐ ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন সানা আটা থেকে চুল বেরিয়ে যায়।

## ইলমে গাঈব প্রসঙ্গ

(গাঈব) শব্দের আভিধানিক অর্থ – অদৃশ্য, লুকায়িত, অনুপস্থিতি, গুপ্তরহস্য এবং গোপন তত্ত্ব (আল মু'জামুল ওয়াফি ৭৪০ পৃষ্ঠা)। শব্দটি কুরআনে সর্বমোট ৫৪টি স্থানে উল্লেখ হয়েছে (আল্ কুরআনে নাবুয়্যা ও রিসালাত ২৫৮ পৃঃ)।

কুরআনে উল্লেখিত গাঈব সংক্রান্ত বিষয়াদিকে ইমাম যুরকানী তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা —

১। দূর অতীতকালের ঘটনাবলী, যেমন নূহ (আঃ), মারিয়াম, মুসা (আঃ) এর ঘটনাবলী।

২। উপস্থিত পর্যায়ের — যেমন আল্লাহ, ফিরেস্টা, জ্বিন, জাম্মাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত এবং বর্তমানে দূরে যা সংঘটিত হয়।

৩। ভবিষ্যত সংক্রান্ত, যেমন — কল্যাণ বা অকল্যাণ এবং কিয়ামতে উত্থিত হওয়ার সময় সংক্রান্ত (মানাহেলুল উরফান ২/২৬৩–২৬৪ পৃঃ)।

সংজ্ঞা : যে ইলম মানুষ আল হাওয়াসুল খাম সা' ইলমে জরুরী<sup>১</sup> ও ইস্তেদালালী<sup>২</sup> কে কাজে লাগিয়ে আয়ত্ত্ব করতে পারে না বরং কারো

১। হাওয়াস শব্দটি হাস্‌সাতুন শব্দের বহুবচন যার অর্থ ইন্দ্রিয়। যা দ্বারা কোন বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় তাকে হাওয়াস বলে। ইহা দুই প্রকার যথা— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় আবার পাঁচ প্রকার যথা — চক্ষু, কণ, নাসিকা, জ্বিহা ও ত্বক। অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ও ৫ প্রকার। যথা — (ক) আল্ হাওয়াসুল মুসতারাক - যার দ্বারা কোন বস্তুর আকৃতি অনুধাবন করা যায়। (খ) আল্ খেয়াল — যার দ্বারা অনুধাবনকৃত আকৃতির সংক্ষরণ করা যায়। (গ) আল মুতাসাররিফাহ — যা দ্বারা সংরক্ষক স্থানের পরিচালনাকারী শক্তিকে বোঝানো হয়। (ঘ) আল অহিমাহ — যা দ্বারা ব্যক্তিগত বোধকে অনুধাবন করে। (ঙ) আল হাফিজাহ — যা দ্বারা ধারণ ও অনুধাবন শক্তির খাজানাকে বোঝানো হয়।

২। কোন বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাকে ইলমে জরুরী বলে।

৩। কোন বস্তুর পরিচয় লাভের জন্য তা সমর্থনে অপর বস্তুর দলীল পেশ করাকে উস্তে দালালী বলে।

সংবাদে প্রয়োজন হয় তাকে ইলম গাঈব বলে। এক্ষেত্রে নাবী, রাসূল, ওয়ালী ও সাধারণ মানুষ সকলে সমান।

## স্বভাগত গাঈব আল্লাহর গুণ বা সিফাত

স্বভাগত গাঈব সৃষ্টি জগতের (মানুষ, জ্বিন ও ফিরিস্তা) কারো স্বভাব প্রকৃতি ও গুণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা একছত্র ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এক্তিয়ার ও অধিকারভুক্ত। সৃষ্টি জগতের কাউকে (নাবী, রাসূল বা ওয়ালী) এ গুণের কমবেশি মালিক মনে করলে ঈমান হারা হয়ে মরতে হবে। কেননা আল্লাহর (সুবহাঃ) বলেন —

عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ فَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা ওরা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে (সূরা মু'মিনুন ২৩ঃ৯২)।

স্বভাগত গাঈব বা গাঈবের চাবিকাঠি যে আল্লাহ তাআলার এক্তিয়ার ও অধিকারভুক্ত একে কেন্দ্র করে কুরআনে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত এসেছে। যথা — ২ঃ৩৩/ ৩ঃ৫, ১৭ঃ / ৫ঃ১০৯ / ৬ঃ৫০, ৫৯, ৭৩ / ৭ঃ১৮৭ / ৯ঃ৯৮, ৯৪, ১০৫ / ১১ঃ১২৩ / ১২ঃ৮১, ১০২ / ১৩ঃ৪ / ১৬ঃ ৭৭ / ১৪ঃ২৬ / ২৩ঃ৯২ / ২৫ঃ ৬ / ২৭ঃ৬৫, ৭৪, ৭৫ / ৩১ঃ ৩৪ / ৩২ঃ৫-৬ / ৩৩ঃ৬৩ / ৩৪ঃ৩, ১৪, ৪৮ / ৩৫ঃ ৩৮ / ৩৯ঃ৪৬ / ৪১ঃ৪৭ / ৪৯ঃ১৮ / ৫২ঃ৪১ / ৫৯ঃ ২২ / ৬২ঃ৮ / ৬৪ঃ১৮ / ৬৭ঃ২৬ / ৬৮ঃ৪৭ / ৭২ঃ২৬-২৮ / ৭৯ঃ৪৪ আয়াত গুলি দ্রষ্টব্য।

এসকল আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কেউই গাঈব জানেনা। উপরোক্ত প্রমাণাদির মধ্য হতে কয়েকটি আয়াত অর্থ সহ পেশ করা হল।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৫৯

অর্থঃ (হে নাবী আপনি) বলেদিন, নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্ ছাড়া কেউই গাঈব জানে না (সূরা নামল ২৭ঃ৬৫)।

(২) وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا .

অর্থঃ আল্লাহর নিকটেই রয়েছে গাঈবের চাবিকাঠি, তিনি ছাড়া কেউই তা জানে না, জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন (এমনকি) তাঁর অজান্তে একটি গাছের পাতাও পড়ে না (সূরা আল আনআম ৬ঃ৫৯)।

(৩) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ عَلِيمُ بَرَآئِ الصُّدُورِ .

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গাঈব সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞানী। কেবল তিনিই অন্তরে নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে বিপুল ভাবে জ্ঞানী (সূরা ফাতির ৩ঃ৪৩৮)।

(৪) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

অর্থঃ আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে একত্রিত করবেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের কি জবাব দেওয়া হয়েছে? তাঁরা সকলে বলবেন, আমাদের কিছুই জানানেই। কেবল তুমিই (আল্লাহ) সমস্ত গাঈব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী (সূরা মায়দাহ্ ৫ঃ১০৯)।

৬০ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

(৫) أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

অর্থঃ তোমাদের কি বলিনি যে, আসমান ও যমীনের গাঈব আমিই জানি, আরও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ (সূরা বাক্বারা ২ঃ৩৩)।

এসকল আয়াত থেকে একথা আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, স্বভাগত বা গুণগত গাঈব কেবলমাত্র আল্লাহই আয়ত্বাধীন। সুতরাং গাঈব এর ক্ষেত্রে নাবী, ওয়ালী বা সৃষ্টিলোকের কেউই আল্লাহ তাআলার শরীক হতে পারে না। এরপরও যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গাঈব জানে বলে তারা মুশরিক। আর মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি নিশ্চিত জাহান্নাম (কুরআনে ৪ : ৪৮, ১১৬ ও ৫ : ৭২ নং আয়াতগুলি দ্রষ্টব্য)।

## গাঈব সম্পর্কে রসূল (সঃ) এর অপারগতা

মুসলিমদের মধ্যে রেজবি বেরেলিরা এ কথাটি ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রসার করার চেষ্টা করে থাকে যে, নাবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ) গাঈবের জ্ঞানী, আলেমুল গাঈব অর্থাৎ গাঈব জানেন। বেরেলিরা বলতে চাই যে, নাবী ও ওয়ালীগণ যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে (مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ) তা সবই জানেন। কোন কিছুই তাঁদের দৃষ্টির বাইরে নয়। সারা জাহান তাঁদের চোখের সামনে আছে। তাঁরা অন্তরের অবস্থাও জানেন। বেরেলিদের এ সকল ধারণা সরাসরি কুরআন বিরোধী। কেননা এ সকল গুণ কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সৃষ্টি জগতের কারোর মধ্যে এ সব গুণ বিরাজ করা কখনই সম্ভব নয়। এরপরেও যারা

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৬১

বলে যে নাবী ও আওলিয়াগণ গাঈব জানে তারা কুরআনের আয়াত অস্বীকারকারী কাফীর। দেখুন এসব আয়াত সূরা ফাতীর ৩৫ : ৩৮, সূরা হুজরাত ৪৯ : ১৮, সূরা হুদ ১১ : ১২৩, সূরা ইউনুস ১০ : ২০, সূরা লুকমান ৩১ : ৩৪ তাদের মতের সরাসরি বিরুদ্ধাচারকারী।

আমরা যদি নাবী (সঃ) এর আত্মজীবনী অধ্যয়ণ করি তাহলে আমরা জানতে পারব যে, রসূল (সঃ) গাঈব জানতেন না তবে রিসালাতের খাতিরে আল্লাহ তাআলা যতটুকু জানানোর প্রয়োজন মনে করেছেন ততটুকুই জানিয়েছেন তার বাইরে গাঈব সংক্রান্ত কোন কিছুই তাদের জানা ছিল না (৫ঃ১০৯)। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করলে নাবীর (সঃ) গাঈব না জানার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

**১ নং উদাহরণ :** রসূল (সঃ) এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর উপর মুনাফিকরা ব্যাভিচারের মিথ্যারোপ লাগিয়েছিল। বানু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। কারণ মা আয়েশা উক্ত যুদ্ধে রসূল (সঃ) সাথী ছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গলার হার হারিয়ে ফেলেন ফলে কাউকে না বলে হার খুঁজতে যান। এ দিকে রসূল (সঃ) এর আদেশে সৈন্যদল মদিনা চলে আসে। আর আয়েশা সেখানে একা থেকে যায়। এদিকে সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল নামক একজন সাহাবী যাকে ভুলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে আনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি যখন দেখলেন যে, মা আয়েশা (রাঃ); তখন তিনি তাঁকে উটের পিঠে চড়িয়ে উটের লাগাম ধরে মদিনার এলেন। এই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা আয়েশার (রাঃ) নামে অপবাদ ছড়িয়ে দিলো। এতে কিছু সাধারণ মুসলিমও কথা বলাবলি শুরু করে ছিল এমন কি রসূল (সঃ)ও অনেকটা সন্ধিহান হয়ে পড়েন। শেষে যাইদ বিন হারিসা (রাঃ) এবং আলি (রাঃ) এর সঙ্গে পরামর্শ করে ছিলেন। এভাবে প্রায় ১ মাস কেটে যায়। অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সূরা নূর ২৪ঃ১১ নং আয়াত অবতীর্ণ হয় —

৬২ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

**অর্থ :** যারা অপবাদ রটনা করছে তারা তোমাদের মধ্যকার একটি দল।

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রসূল (সঃ) গাঈব জানলে ওয়াহী আসাকাল পর্যন্ত মা আয়েশা (রাঃ) কে ১ মাস অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে থাকতে হত না।

**২ নং উদাহরণ :** মা আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) এ মর্মে একমত হয় যে, রসূল (সঃ) যখন যয়নাব বিনতে যাহাস এর বাড়ি থেকে আমাদের যার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন আমরা রসূল (সঃ) কে বলব আপনার মুখে মাগফিরের গন্ধ পাচ্ছি। একথার পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল নাবী (সঃ) কে যয়নাব (রাঃ) এর বাড়ি থেকে বিরত রাখা, যথারীতি নাবী (সঃ) যখন যয়নাব (রাঃ) এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাফসার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন তখন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বললেন, আপনার মুখে মাগফিরের গন্ধ পাচ্ছি। একথা শুনে রসূল (সঃ) নিজের জন্য মধু খাওয়া হারাম করে নিলেন। তিনি আদৌও বুঝতে পারেন নি এটা তাঁর স্ত্রীদ্বয়ের ফন্দি ছিল। যখন আল্লাহ তাআলা সূরা তাহারিমের ১ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন —

**অর্থ :** হে নাবী! আল্লাহর তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তা তুমি নিজের উপর হারাম করে নিলে! তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল (সঃ) এর নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় রসূল (সঃ) গাঈব জানতেন না।

**৩নং উদাহরণ :** কাফীর ও মুশরিকরা রসূল (সঃ) কে রূহের প্রকৃতি, আসহাবে কাহাফ এবং বাদশাহ জুলেকার নাইনের ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাৎক্ষণিক কোন উত্তর দিতে না পেরে ইনশাআল্লাহ না

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৬৩

বলে পরের দিন উত্তর দেওয়ার কথা বলেদেন। ফলে ১৫ দিন ওয়াহী বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে কিছুটা ডাঁটেন এবং সূরা কাহাফ এর ২৩ নং আয়াত অবতীর্ণ করে —

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَا (২৩) اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ  
اللّٰهُ (২৪)

অর্থ : যে কাজ তুমি আগামী কাল করবে সে ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ না বলে কোন কথা বলো না।

এ আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, রসূল (সঃ) গাঈব জানতেন না। বরং যা বলতেন তা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াহী (৫৩ঃ৩-৪)।

এ সকল ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, নাবী (সঃ) গাঈব জানতেন না বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী। যদি তিনি গাঈবে জানতেন তাহলে কল্যাণের ফল্গুধারা তার জীবনে বয়ে যেত। কখন কোন অকল্যাণ তাঁকে স্পর্শ করত না। অথচ আমরা যদি রসূল (সঃ) এর আত্মজীবনী অধ্যয়ণ করি তাহলে দেখতে পাব তিনি (সঃ) ভূরি ভূরি অকল্যাণের শিকার হয়েছেন। যেমন যাদু স্পর্শ করা, তাইফের ময়দানে প্রস্তরাঘাত, উহুদের যুদ্ধে দাঁত শহীদ হওয়া, নাজদ এলাকায় ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়া এবং খয়বার যুদ্ধের সময় জনৈক ইহুদি মহিলা কর্তৃক বিষমাখা খাদ্য খেয়ে আমৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করা ইত্যাদি। এজন্যই আল্লাহ (সুবহাঃ) রসূল (সঃ) কে তাঁর মুখ দিয়েই বলা করিয়েছেন যে, তুমি বলে দাও আমি গাঈব জানিনা, গাঈব জানলে কখনই ক্ষতির স্বীকার হতাম না।

সূরা আল্ আনআম ৫০ এবং সূরা হুদ ৩১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে —

৬৪ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

অর্থ : বলুন আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। তাছাড়া আমি গাঈবের বিষয়ও জানিনা।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে —

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ  
كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ

অর্থ : আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ বা ক্ষতির মালিক নয় কেবল আল্লাহ তাআলা যা চান তা ব্যতীত। আমি যদি গাঈব জানতাম তাহলে ভালো জিনিসগুলি হাসিল করে নিতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতিই স্পর্শ করত না (সূরা আরাফ ৭ঃ১৮৮)।

কুরআনের ঘোষণা যে, রসূল (সঃ) গাঈব জানতেন না। কুরআনে মোট ১৪ জায়গায় একথা বলা হয়েছে। যথা — ৩ঃ১৭৯ / ৫ঃ৬১ / ৬ঃ৫০ / ৭ঃ১৮৮ / ১০ঃ২০ / ১১ঃ৩১, ৪৯ / ১৯ঃ৭৮ / ২৭ঃ৬৫ / ৩৪ঃ১৪ / ৫২ঃ৪১ / ৫৩ঃ৩৫ / ৬৮ঃ৪৭ / ৭২ঃ২৬-২৮ ইত্যাদি।

এরপরও যারা বলবে যে, রসূল (সঃ) গাঈব জানতেন তাহলে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নিজেকে ও সাহাবাদের (রাঃ) ক্ষতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন (নাযুযুবিল্লাহ)। এ রকম চিন্তা ভাবনা রাখা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহ (সুবহাঃ) ও তাঁর রসূল (সঃ) এর উপর মিথ্যা আরোপ করার নামান্তর।

নাবী (সঃ) কখনো নিজেকে বা সাহাবাদের (রাঃ) ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। কেননা আল্লাহ (সুবহাঃ) বলেন —

অর্থ : তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না (সূরা বাক্বারা ২ঃ১৯৫)।



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৬৫

অতএব বোঝা গেল যে, রসূল (সঃ) গাঈব জানতেন না। আল্লাহ তাআলা রেসালাতের খাতিরে ওহীর মাধ্যমে যা জানিয়েছেন তা ব্যতীত। এরপর যারা বলবে তিনি (সঃ) গাঈব জানতেন তারা হয় মিথ্যুক না হয় মূর্থ। এমনকি এরাই যালিম।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.

অর্থঃ তার থেকে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে (সূরা আল্ আনআম ৬ঃ৯৩)।

এরাই লানত প্রাপ্ত — لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

অর্থঃ মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত (সূরা আলে ইমরাণ ৩ঃ৬১)।

## সংশয় নিঃসরণ

বেরেলি-রেজভীরা কয়েকটি আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে সুন্নি মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে। ঐ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ (সুবহাঃ) কি বুঝাতে চেয়েছেন তা আলোচনায় ফুটে উঠবে —

۱) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ.

অর্থঃ আল্লাহ এমন নয় যে, মু'মিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে রাখবেন যে, অবস্থায় তোমরা রয়েছো। তিনি পবিত্র লোকদেরকে

৬৬ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

অপবিত্রদের থেকে অবশ্যই পৃথক করে দিবেন। কিন্তু গাঈব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করার নয় তবে আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন (সূরা আলে ইমরাণ ৩ঃ১৭৯)।

এই আয়াতটি কখনই নাবী বা ওয়ালীদের গাঈব জানার দলীল নয়। কেননা জাতি বা সিফাতি (স্বভাগত বা গুণগত) গাঈব তো কেবল আল্লাহর (সুবহাঃ) জন্যই খাস। গাঈব জাতে ও সিফাতে কোন ভাবেই নাবীর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

এ আয়াতটিতে তৎকালীন মু'মিন ও মুনাফিকদের পার্থক্য করণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে **الْخَبِيثِ** অর্থাৎ মুনাফিক, যারা মুখে ঈমানের দাবী করে আর মনে কুফুর গোপনে রাখে। আর **الطَّيِّبِ** অর্থাৎ প্রকৃত মু'মিন, দুটি শব্দ। মু'মিন ও মুনাফিকরা একসাথে মিশে থাকবে আল্লাহ (সুবহাঃ) তা পছন্দ করেন না। তাই পার্থক্য করে দেন দুটি পন্থায় — (ক) সকলের উপর পরীক্ষা চালিয়ে। (খ) গাঈব ইল্ম দিয়ে অর্থাৎ সকলকে না জানিয়ে। এপন্থাটি কেবল নাবী-রসূলদের জন্যই নিদিষ্ট। কেননা এটিও তাঁদের রেসালাতের দলীল।

অতএব এ আয়াতটির 'গাঈব' হল মুনাফিকদের মনের মধ্যে গোপন রাখা মুনাফিকি বিষয় বাহ্যিক ভাবে নাবীদের জানানো। যা অন্তর নিহিত ও প্রচ্ছন্ন। নিঃসন্দেহে তা বাইরে থেকে জানা সম্ভব নয়। তাবুক যুদ্ধের মুনাফিকদের চিহ্নিত করণ এর প্রমাণ।

২। দ্বিতীয় আয়াতটি হল সূরা জ্বীন ৭২ঃ২৬-২৮ আয়াত। আল্লাহ (সুবহাঃ) সেখানে প্রথমেই বলেছেন — **عَالِمِ الْغَيْبِ** এই শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, গাঈব সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর (সুবহাঃ) আয়ত্ত্বাধীন। কেননা এখানে (**عَالِمِ**) শব্দটি সিফাত বা গুণ যা আল্লাহর সহজাত। এখানে ফেঁল বা ক্রিয়া আনেনি। অতএব আল্লাহর সিফাতে কাউকে শরীক করা যাবে না, এ দিক দিয়ে তিনি নিরঙ্কুস।

এখানে সিফাত আনার কারণ হল আল্লাহ তাআলা ইলমে গাঈব

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৬৭

আযালি, আবাদি ও দাওয়ামি অর্থাৎ তাঁর এ গুণ সবসময় ছিল, সবসময় আছে এবং সবসময় থাকবে। কিন্তু ফেল বা ক্রিয়া ব্যবহার করা হলে চিরন্তন বুঝানো যেত না। আল্লাহ্ ছাড়া বাকী সকলের ইল্ম আরযি ও হাঙ্গামি। আর আরযি ও হাঙ্গামি ইল্মের কারণে কাউকে গাঈব জানলে ওয়ালা বলা যায় না। এই জন্যই আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا.

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেঠ থেকে বের করছেন, তোমরা কিছুই জানতে না (সূরা নাহাল ১৬ঃ৭৮)।

এ আয়াতও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত সকলের ইল্ম অর্জিত, সে নাবী হোক বা সৃষ্টি জগতের অন্য কেউ হোক। কেবল আল্লাহরই ইল্ম সিফাতে জাতি। আল্লাহ্ তাআলা প্রয়োজন সাপেক্ষ গাঈব বিষয়ে যতটুকু প্রকাশ করেন। তাই আল্লাহ্ (সুবহাঃ) বলেন —

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا.

অর্থ : তিনি (আল্লাহ্) তাঁর এই গাঈব কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

তারপর আল্লাহ্ (সুবহাঃ) বলেন —

إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ.

অর্থ : তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত (৭২ঃ২৬-২৭)।

এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, যার ইল্মে গাঈবে জাতে সিফাতি কেবল তিনিই প্রকাশ করেন। যার কাছে গাঈবের ইল্ম নেই সে কিভাবে প্রকাশ করবে? এই শব্দটি দ্বারাও প্রমাণ হয় যে কেবল আল্লাহ্ তাআলাই আলিমুল গাঈব। কারণ শব্দের ‘হি’ সর্বনাম আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বেরেলি-রেজভীরা বলতে পারে যে, নাবী (সঃ) কে যে ইল্ম দেওয়া

৬৮ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

হয়েছে তাতে তো তিনি আলেমুল গাঈব। আল্লাহ্ তাআলা **يُظْهِرُ** ব্যবহার করে এ প্রশ্নের অবসান ঘটিয়েছেন। কেননা তিনি ইল্মের ইয়হার করেছেন, দেন নি। কুরআন ও হাদীসে কোথাও গাঈবের সাথে ‘আতা’ শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সূর্য তার রশ্মি প্রকাশ করে কিন্তু পৃথিবীকে দিয়ে দেয় না। তাই সূর্য তার রশ্মি তার থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। অনুরূপ ইল্ম এক প্রকার রশ্মি, তা কখনই আল্লাহ্ থেকে আলাদা হয় না। অতএব প্রকাশ করা ইল্ম নিয়ে কেউ আলিমুল গাঈব হতে পারে না। বিধায় রাসূল (সঃ) আপনা হতে তা আয়ত্ত্বও করতে পারেন না বা জানতে পারেন না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٢)

অর্থ : সেই মনগড়া কোন কথা বলেন না যা তাঁর প্রতি ওয়াহী হয় তা ব্যতীত (সূরা নাজম ৫৩ঃ৩-৪)।

তাহলে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা ইসলামে অন্তর্ভুক্ত যা পায় তা সবই ওয়াহী।

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.

অর্থ : সে গাঈবের ব্যাপারে কৃপণতা করে না (সূরা তাকবীর ৮১ঃ২৪)।

এ আয়াতে গাঈব বলতে ওয়াহী বোঝানো হয়েছে। তাছাড়াও এখানে নাবীকে গাঈব জানেন বলা হয়নি। বরং গাঈব জানেন না তার প্রমাণ আগেই উল্লেখ করেছি।

বেরেলি-রেজভীরা বলে থাকে ‘কৃপণ’ কথাটি যারা গণী তাদের জন্যই ব্যবহার হয়। অতএব নাবী (সঃ) গাঈবের ব্যাপারে গণী (নাউযুবিলাহ)।

একথা বলা মানেই নাবীর (সঃ) গাঈব জাতি বা সত্ত্বাগত বলা, যা



কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব ৬৯

শিরক। কেননা আল্লাহ (সুবহাঃ) একমাত্র গণী — ২ঃ২৬৩, ২৬৭ / ৩ঃ৯৭ / ২৭ঃ৪০ / ৩১ঃ১২ / ৩৫ঃ১৫।

নাবী (সঃ) কৃপণতা করে না বলতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি যা ওয়াহী করেন তা তিনি উম্মাতের নিকট পৌঁছে দেন কোন কৃপণতা করেন না। এর প্রমাণ বিদায় ভাষণে সাহাবা (রাঃ) গণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “আমার দায়িত্ব কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়নি?” তখন সাহাবাগণ (রাঃ) বলেছিলেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি (সঃ) পৌঁছে দিয়েছেন”। তখন রসূল (সঃ) আল্লাহকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক।

গাঈবের সংবাদ প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম ওয়াহী। এই ওয়াহী ৭টি পদ্ধতিতে রসূলদের জানানো হতো — (১) ঘণ্টার ধীরে ন্যায়। (২) স্বপ্নের মাধ্যমে। (৩) ফিরিস্তার মানুষ রূপে আগমন। (৪) ফিরিস্তার নিজস্ব রূপে আগমন। (৫) অন্তরে ইলাকা বা ঢেলে দেওয়া। (৬) পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলা। (৭) জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে ছাড়া (যা’দুল মায়াদ)।

এ সকল মাধ্যম ছাড়া কোন নাবী-রসূলের নিকট গাঈব প্রকাশ করা হতো না। যেমন আল্লাহ বলেন —

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ بِالْحَقِّ إِذْ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ كَذِبًا لِّيقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ قُلْ لَّيْسَ بِكَافِرٍ مَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِآتِ هَٰذَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

অর্থঃ এ হচ্ছে গাঈবের খবর যা আমি ওয়াহী দ্বারা জানিয়েছি এবং যখন তারা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তখন তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না (সূরা ইউসুফ ১২ঃ১০২)।

এছাড়াও সূরা আলে ইমরাণ ৩ঃ৪৪ নং আয়াতের প্রতি একই কথায় কথা বয়েছে।

এ আয়াতদ্বয় সকল ভ্রান্ত ধারণাকারীদের ধারণার অবসান ঘটিয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, একমাত্র আল্লাহ (সুবহাঃ) আলিমুল গাঈব, তাঁর গাঈব জাতি ও সিফাতি। তিনি রিসালাতের খাতিরে প্রয়োজন সাপেক্ষ

৭০ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বেরেলিদের অপপ্রচারের জবাব

কিছু কিছু গাঈব প্রকাশ করেন কাউকে ‘আতা’ করেন না। তাই নাবী-রসূলগণ আলিমুল গাঈব নয়, যেখানে নাবী-রসূলগণ গাঈব জানে না সেখানে ওয়ালি-আওলিয়ারা কিভাবে গাঈব জানবে?

এরপরও যদি কেউ বলে নাবী-ওয়ালীগণ গাঈব জানেন তাহলে তাদের বলি হয়, তারা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সরাসরি দলীল পেশ করুক অপব্যখ্যা ব্যতীত। নচেৎ আল্লাহকে ভয় করুক এবং মিথ্যা, বানাওট কেছা-কাহিনী বলা বন্ধ করুক। আল্লাহ (সুবহাঃ) সঠিক বুঝার সুমতি দিন—আমীন।

---

## প্রমাণ পুঞ্জী

- ১। কুরআনুল কারীম।
- ২। তাফসীরে তায়সীরুল কুরআন।
- ৩। তাফসীরে আহসানুল বায়ান।
- ৪। তাফসীরে ইবনে কাসীর।
- ৫। তাফসীরে কাসুসাফ।
- ৬। তাফসীরে বায়যাবী।
- ৭। তাফসীরে মায়া’নী।
- ৮। সহীহুল বুখারী।
- ৯। সহীহ মুসলিম।
- ১০। সুনানি আবু দাউদ।
- ১১। সুনানি তিরমিযী।

- ১২। সুনানি ইবনে মাযাহ।
- ১৩। সুনানি নাসাঈ।
- ১৪। মিশকাতুল মাসাবিহ।
- ১৫। সহীহ জামে উস্ সাগীর।
- ১৬। কানযুল উম্মাল।
- ১৭। মুআত্তা মালেক।
- ১৮। মুস্নাদে আহমাদ।
- ১৯। আবি সাইবা।
- ২০। কিতাবুল আকাঈদ।
- ২১। বেরেলিভিয়াত।
- ২২। মাহাব্বাতে রাসুল।
- ২৩। ফাতুয়াই আরকানুল ইসলাম।
- ২৪। জাআল হক্ক।
- ২৫। মালফুজ্জাত।
- ২৬। গায়েতাল মারাম।
- ২৭। ফতুয়া রেজবিয়াহ।
- ২৮। রেজাখানি মাজমুয়াহ ফতুয়া।
- ২৯। ফতুয়া নাজরিয়া।
- ৩০। তারিকাতুস্ সালাফ।
- ৩১। জামিউল উসুল।
- ৩২। ফাৎহুল বারী।
- ৩৩। মিরকাতুল মাফাতি।
- ৩৪। গায়েতুল মুকাদিস।
- ৩৫। আল কাওলুল মুফিদ।
- ৩৬। আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদেস।

- ৩৭। খালেসুত ইতৈকাদ।
- ৩৮। তাসকিনুল খাওয়াতির মাসলাহ হাযির ও নাযির।
- ৩৯। মানাহেলুল উরফান।
- ৪০। আল কুরআনে নবুআত ও রিসালাত।
- ৪১। আর রাহিকুল মাখতুম।
- ৪২। শির্ক কি ও কেন?
- ৪৩। সরল পথ পত্রিকা।
- ৪৪। আত্ তাহরিক পত্রিকা।
- ৪৫। দিনুল হক্ক বা জাওয়াব জায়াল হক্ক।
- ৪৬। দরুদ পাঠের মাসআলা।

-----

***to download more authentic bangla  
Islamic Books Visit***

**[www.Peacestunionet.blogspot.Com](http://www.Peacestunionet.blogspot.Com)**